Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আক্তার মুক্তা

রোলঃ 227020453

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা আক্তার মুক্তা

রোলঃ 227020453

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা আক্তার মুক্তা, আইডিঃ 227020453 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আফসানা আক্তার মুক্তা

(স্বাক্ষর)

আফসানা আক্তার মুক্তা

আইডিঃ 227020453

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গীবতের সংজ্ঞা 7

গীবত সম্পর্কে ভুল ধারণা 9

গীবতের প্রকারভেদ 11

যেসব সমালোচনা গীবত নয় 12

যেসব বিষয়ে গীবত সংঘটিত হয় 17

যেভাবে গীবত হয়ে থাকে 30

হাশরের ময়দানে অন্যের গীবতকারী এবং অধিকার হরণকারীদের অবস্থা 36

গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর 37

গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা 39

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ 40

গীবত করার পরিণাম 42

গীবতের কারণে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং বর্তমানকালের লোকদের অবস্থা 53

গীবত থেকে বাঁচার উপায় 55

গীবত শুনলে যা করা উচিত 68

গীবত প্রতিহত করার ফযীলত 70

গীবত ত্যাগের উপকারিতা 71

গীবতের গুনাহ মোচনের উপায় 73

গীবতকারীকে ক্ষমা করা 74

চোগলখোরি কাকে বলে? 74

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য 74

চোগলখোরির ভয়াবহ পরিণাম 74
চোগলখোর সম্পর্কে কতিপয় সাবধানতা 76
কথা বলার আদব 76
তওবার গুরুত্ব 79
তওবা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ 80
তওবা না করার পরিণাম 81
তওবা কবুলের দৃষ্টান্ত 83
কোন পাপকে হালকা মনে করা যাবে না 84
ক্ষমাপ্রার্থনার কতিপয় দো'আ 84
তওবার উপর অটল থাকার পদ্ধতি 86
কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর 87
উপসংহার 90
সহায়ক গ্রন্থ: 94

ভূমিকা

بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهم بارك على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

গীবত বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের উপর।

বর্তমান সময়ে গীবত একটি সমাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই এর সাথে জড়িত। মানুষ একজনের দোষ-ত্রুটি অন্য মানুষের কাছে বলে বেড়ানোতে তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করে থাকে। অথচ গীবত এমন এক বদভ্যাস যা পুরো সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। গীবত এমন এক নেশার বস্তু যা মুমিনের নেক আমলকে বাতিল করে দেয়। গীবত জঘন্যতম অপরাধ। গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান। তাই আমাদেরকে অবশ্যই গীবত বা পরচর্চা থেকে দূরে থাকতে হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।

আর তওবা বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বড় নিয়ামত। একজন লোক যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার জন্য তওবার দরজা সর্বদাই খোলা রয়েছে। তাই কোন বান্দারই আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তবে তওবার জন্য যেসব জরুরি শর্ত রয়েছে তা পূরণ করতে হবে, তা না হলে তওবা কবুল হবে না।

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (মুসলিম হা: ১৭১)

গীবতের সংজ্ঞা

الْغِيبَةُশব্দটি আরবি। غيبমূল অক্ষর থেকে এর উৎপত্তি। বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে এর অর হয় ,লুকিয়ে যাওয়া, অনুপস্থিত থাকা ইত্যাদি। আরغ বর্ণে যের দিয়ে পড়লে এর অর্থ হয়- পরনিন্দা করা, পরের দোষ চর্চা করা, কুৎসা রটানো ইত্যাদি।যেহেতু গীবত সম্পর্কিত আলোচনা অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে করা হয় তাই উক্ত আলোচনাকে গীবত বলে। আর গীবত দ্বারা পরের সমালোচনা
করা হয় বিধায় তাকে পরনিন্দাও বলা হয়।

বিখ্যাত আরবি অভিধান কামুসে বলা হয়েছে-

غَابَهُ أَيْ عَابَهُ وَذَكَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ السُّوْءِ

"কেউ কারো গীবত করল, তার মানে তার দোষ আলোচনা করল, তার মধ্যে যে সকল মন্দ অভ্যাস রয়েছে তা বর্ণনা করল।"

কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। শরীঅতের পরিভাষায় তাকে গীবত বলা হয়। মুখে, লেখনীতে, অঙ্গ দ্বারা বা অন্য যে কোন প্রকারে করা হোক, তা গীবত বলেই গণ্য হবে। যার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে সে কাফের মুসলিম যাই হোক। বর্ণিত দোষ যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে থাকে তবেই

তা গীবত হবে। অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা সম্বলিত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক বেঁটে মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আগমন করেন। মহিলা চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তার বেঁটে হওয়ার দোষ বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো তার অবাস্তব কোন দোষ বর্ণনা করিনি। অবশ্য আমি তাঁর খর্বাকৃতি হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেছি। আর প্রকৃতপক্ষেই তার মাঝে এ ত্রুটি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু যখনই তুমি তার খর্বাকৃতি হওয়ার দোষ বর্ণনা করেছ, তখন এটাই গীবত হয়ে গেল। (তাম্বীহুল গাফেলীন- গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জান, গীবত কাকে বলে? তাঁরা নিবেদন করলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বর্ণনাকৃত দোষ যদি সে ভাইয়ের মাঝে থাকে তা হলেও কি গীবত হবে? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমরা কারো সঠিক দোষ বর্ণনা কর তবেই তা গীবত, অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। -(মাআলেমুত তানযীল)

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব:

উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম أخاك তোমার ভাই বলে ইঙ্গিত করেছেন, তোমরা যার গীবত করবে, যদিও সে তোমার সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে তোমার ভাই। এর তিনটি কারণ-
প্রথমতঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন পিতা হযরত আদম (আঃ),
দ্বিতীয়তঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন মাতা হযরত হাওয়া (আঃ);
তৃতীয়তঃ তুমি এবং সে- মুসলমান। আর মুমিন পরস্পরের ভাই।
অতএব, প্রত্যেকেরই আপন ভাইয়ের গীবত হতে বেঁচে থাকা, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় ঘটনা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الغِيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الْمَرْءُ بِمَا فِيهِ

কারো মাঝে বিদ্যমান দোষ বর্ণনাই গীবত।

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো মনে করে আসছিলাম, কারো অবাস্তব দোষ বর্ণনা করা গীবত। তিনি এরশাদ করলেন, তা তো মিথ্যা অপবাদ। -(তাফসীর দোররে মনসূর)

গীবত সম্পর্কে ভুল ধারণা

প্রচলিত সমাজে যদি কাউকে এ কথা বলে যে, তুমি অমুকের গীবত করছ কেন? তখন সে বলে, আমি যা বলছি তাতো সকলেই জানে। এমন তো নয় যে, আমি বলার কারণেই মানুষ জানতে পারছে। অতএব এটা গীবত হবে কেন?

এভাবে অনেকেই গীবত সম্পর্কে ভুল ধারণা করে থাকে। আবার অনেকেই গীবতকে নিজেদের মনমত সংজ্ঞায়িত করে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

১. কেউ বলে, যে দোষ ব্যক্তির সামনে বলা যায় তা গীবত নয়।

২. কেউ বলে, নিজের অধীনে যারা আছে তাদের দোষচর্চা গীবত নয়।

৩. কেউ বলে, যে দোষ ব্যক্তির মাঝে আছে তা বলা গীবত নয়।

এভাবে গীবতকে সংজ্ঞায়িত করা কু-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তারা এগুলো বলে থাকে শুধুমাত্র নিজেদের মনের ধারণা অনুযায়ী, অথচ ধারণা দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"ধারণা দ্বারা সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয় না (প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না)।"
(সূরা নজম- ২৮)

মোটকথা, বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে, তাকেই শরীয়তের পরিভাষায় গীবত বা পরনিন্দা বলে। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন, মুখের দ্বারা, লেখনির দ্বারা, অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা। আবার এটা মুসলিম-অমুসলিম যে কারো ব্যাপারে হতে পারে। যদি বর্ণিত দোষগুলো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তা গীবত হবে, আর যদি তা ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তবে তা হবে অপবাদ। সুতরাং জায়েয ক্ষেত্র ছাড়া কারো যেকোন প্রকারের দোষ অপরের কাছে বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।
গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে উপমা দেয়ার কারণ:
আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এর কিছু কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. কারো সামনে তার দোষ বর্ণনা করা হলে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু গীবতের সময় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায় তা প্রতিরোধ করতে পারে না। যেমন মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া হলে সে প্রতিরোধ করতে পারে না।
২. মৃত মানুষের গোশত খাওয়া যেমন নিকৃষ্ট কাজ, অনুরূপভাবে কারো গীবত করাও তেমন নিকৃষ্ট কাজ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »

আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল বলেছেন- "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, দোষ অন্বেষণ করো না, ক্রোধ প্রকাশ করো না, একে অপরের উপর গর্ব করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে এক জনের দামের উপর দাম করো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাইস্বরূপ। কাজেই সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলুম করবে না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। তাকওয়া এখানে, একথা বলে তিনি নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন। (তারপর নবী বললেন) কোন ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। আর প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলমানের উপর হারাম। অর্থাৎ সম্মানীত। তাই এগুলোর সম্মান রক্ষা করতে হবে।"(মুসলিম হা: ৬৭০৬)

গীবতের প্রকারভেদ

গীবত প্রথমত তিন প্রকার।

1. <u>মুসলমানের গীবত করা:</u>

এটা অকাট্যভাবেই হারাম। মহান আল্লাহ্র বাণী:

فكرهتموه أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করো” (সূরা হুজুরাত: ১২)।

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কারণ কুম

সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

2. অমুসলিম নাগরিকের গীবত

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম (বিস্তারিত আলোচনা রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

3. যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত:

ফিক্হ-এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ। ইমাম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

যেসব সমালোচনা গীবত নয়

যদি সৎ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কারো অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা জরুরী হয়ে যায় তবে তা গীবত হবে না। যেমন:

১. যালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা:

মাযলুম ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমনসব ব্যক্তির কাছে অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারবে যারা যালিমকে দমন করার শক্তি এবং মাযলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা রাখেন।

সুবিচার লাভের উদ্দেশ্যে শাসকদের কাছে অধিনস্ত কর্মচারির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি রয়েছে। এটা গীবত হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থেকে যুলুম মেনে নিলে নিজের হক তো নষ্ট হবেই তাছাড়া যালিমকে প্রশ্রয় দেয়ার ফলে যুলুমও বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

"আল্লাহ কারো দোষ প্রকাশ করে দেয়া পছন্দ করেন না, তবে মাযলুম ব্যক্তি ছাড়া। (সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় তার জন্য অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরার অবকাশ রয়েছে।) আর আল্লাহ সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু জানেন।" (সূরা নিসা- ১৪৮)

২. ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা:

ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর আলোচনা করা গীবত নয়। যার দ্বারা আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এমন এমন কাজ করছে। তাকে শাসন করা প্রয়োজন। তবে এর উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা।

৩. কোন বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া:

যিনি ফতওয়া দেয়ার ক্ষমতা রাখেন তার কাছে কোন বিষয়ের সমাধানের উদ্দেশ্যে কারো দোষ বর্ণনা করা বৈধ। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় হল কারো নাম উল্লেখ না করে

এভাবে বলা যে, কোন ব্যক্তি বা কোন স্বামী যদি এমন আচরণ করে তাহলে তার ব্যাপারে ইসলামের সমাধান কী? এভাবে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। তবে কাউকে চিহ্নিত করা জরুরি হলে সে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করাও জায়েয।

৪. মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বাঁচানো:

কোন মুসলমানকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য কারো প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা গীবত নয়। যেমন, বিয়ের ব্যাপারে, কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেনদেনের ব্যাপারে কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে অন্য পক্ষের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার কর্তব্য হল তাকে সঠিক কথা বলে দেয়া। এক্ষেত্রে যদি সে অন্য পক্ষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তবে অপর মুসলিম ভাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
ফাতেমা বিনতে কায়েস নবী ﷺ এর নিকট এসে পরামর্শ চেয়ে বললেন, আবু জাহাম ও মুয়াবিয়া উভয়ে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন নবী বললেন, নিশ্চয় মুয়াবিয়া তোমাকে কষ্ট দেবে, তার কোন মাল নেই। আর আবু জাহামের হাত থেকে কখনো লাঠি নামে না।(মুসলিম হা: ৩৭৮৫)

অনুরূপভাবে কোন লোককে কোন বিষয়ের যিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হলে তার কর্তব্য হল সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করা। কোন লোক যদি দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করে অথবা সে ঐ পদের উপযুক্ত না হয় অথবা সে ফাসিক বা অলস হয় তবে কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়টি অবহিত করা জরুরি, যাতে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোন যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে।

৫. হাদীস যাচাই করার জন্য বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা:

হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীদের যেসব দোষ-ত্রুটি আছে তা যাচাই করা জরুরি। এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন। কেননা এর মধ্যে মুসলমানদের বৃহত্তম স্বার্থ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও।" (সূরা হুজরাত- ৬)
এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তা গ্রহণের পূর্বে সে খবরের সত্যতা কতটুকু তা যাচাই করতে হবে। যেন সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পর কোন বিপদে না পড়তে হয়। তাই দ্বীনের হেফাযতের উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা করে যয়ীফ ও জাল হাদীস থেকে সহীহ হাদীস বাছাই করে থাকেন।

৬. প্রকাশ্য ফাসিক ও বিদআতীর সমালোচনা করা:

যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসিকী ও বিদআতী কাজকর্ম করে বেড়ায় যেমন, প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর যুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ। জোরপূর্বক আত্মসাৎ করে বা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তবে ঐ ব্যক্তির কার্যকলাপের সমালোচনা করা যাবে, যাতে লোকজন সতর্ক হতে পারে।

বিদআত ইসলামে একটি হারাম কাজ। রাসূল বলেন-

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যার উপর আমাদের সমর্থন নেই তা পরিত্যাজ্য।" (বুখারী, মুসলিম হা: ৪৫৯০)

অতএব বিদআতীদের ডাকে সাড়া দেয়া উচিত নয়। আর জনসাধারণ যাতে বিদআতীদের দ্বারা প্রতারিত না হয় সেজন্য প্রত্যেক বিদআতীকে চিহ্নিত করে দেয়া উচিত।

৭. পরিচয় দেয়া:

কোন ব্যক্তির বিশেষ উপাধি বা কোন শারীরিক ত্রুটির উল্লেখ করে তার পরিচয় দেয়া জায়েয। তবে অপমান বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটি উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম। কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি যদি মনে কষ্ট না নেয় এবং সে এ নামেই সমাজে পরিচিত হয় তবে তাকে ঐ নামে পরিচয় দেয়া জায়েয রয়েছে।

৮. যালিম সরকারের সমালোচনা করা:

সরকারকে দায়িত্ব দেয়া হয় দেশ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু সরকার যদি তা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা না করে জনসাধারণের উপর যুলুম বা অত্যাচার শুরু করে দেয় তবে সে সরকারের সমালোচনা করাতে দোষ নেই। কারণ সরকারের সাথে সকলের স্বার্থ জড়িত। সরকার যখন জনগণের উপর যুলুম শুরু করে দেয় তখন সরকারের যুলুমের কথা জনগণের মাঝে তুলে ধরা বৈধ।

৯. সংশোধনের উদ্দেশ্যে:

রাসূল বলেন-

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"দ্বীন হচ্ছে একে অপরের কল্যাণ কামনা করা।" (মসলিম হা: ২০৫) এক মুসলিম অপর মুসলিম ব্যক্তিকে ভুল করতে দেখলে তাকে সংশোধন করার দায়িত্ব তারই। কারো দোষ এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে যার দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে সংশোধন করা যায়। যেমন,

সন্তানের কোন দোষ পিতা-মাতার কর্ণগোচর করা, ছাত্রের দোষ শিক্ষকের কাছে প্রকাশ করা ইত্যাদি। এটা উক্ত ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয় বরং তার কল্যাণ কামনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এসব ক্ষেত্র ব্যতীত পরনিন্দা করা থেকে প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

যেসব বিষয়ে গীবত সংঘটিত হয়

১. কারো বংশ নিয়ে সমালোচনা করা:

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ ভাল নয় বা অমুক ব্যক্তির গোষ্ঠি খারাপ বা অমুক নীচু বংশের লোক বা অমুক ব্যক্তির বংশের বৈশিষ্ট্যই এরকম তবে তা গীবত হবে। কারণ এভাবে বলার দ্বারা উক্ত বংশ বা গোত্রের সকলকে দোষারূপ করা হয়। আর এভাবে দোষী সাব্যস্ত করাটা ইসলামী শরীয়তে একেবারেই নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاثْمًا مُّبِينًا

"নিশ্চয় যারা মুমিন নর-নারীকে এমন ব্যাপারে কষ্ট দেয় যে ব্যাপারে তারা দোষী নয়, তাহলে তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপ অর্জন করল।"(সূরা আহযাব: ৫৮)

বংশ নিয়ে গর্ব করা জায়েয নয়।
রাসূল বলেন-

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ".

মানুষের মধ্যে দু'টি কাজ রয়েছে যা কুফরী। একটি হচ্ছে বংশের গর্ব করা। আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।" (মুসলিম হাঃ ২৩৬)

عَنِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِأَبَائِهَا ، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : بَر تَقِي كَرِيمٌ عَلَى اللهِ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ ، وَالنَّاسُ بَنُو أَدَمَ ، وَخَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ مِنْ تُرَابٍ ، قَالَ اللهُ : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, রাসূল মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা প্রদানকালে বলেছিলেন, "হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা জাহেলী যুগের সকল গর্ব ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দুই প্রকার- এক প্রকার হচ্ছে সৎ ও পরহেযগার;

তারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত। আর এক প্রকার হচ্ছে অপরাধী ও হতভাগা। তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। আর সকল মানুষ আদম থেকে সৃষ্ট। আর আদমকে আল্লাহ মাটি থেকে বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একই নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরিচিতি লাভ করতে পার।"
(তিরমিযী হা: ৩২৭০)

দ্বীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কাজেই নিজেকে ও নিজের বংশকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অপরের বংশের দোষ-ত্রুটি বের করে তা প্রকাশ করা বা অপরের বংশকে গালি দেয়া ইসলামে বৈধ নয়।

ইসলামে সকলেই সমান। প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলামানের ভাই। তাই কেউ কারো উপর প্রাধান্যযোগ্য নয়। কেননা প্রত্যেক মানুষ একই সত্ত্বা থেকে সৃষ্ট।
প্রত্যেকেই আদম এর সন্তান। তবুও ইসলাম কোন কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছে, তবে সেটা তাকওয়ার দিক থেকে। যে যত বেশি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে তত বেশি মর্যাদা পাবে। স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজ ক্রীতদাস যায়েদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন যে, উভয়ের মধ্যে মনিব-ক্রীতদাস সম্পর্ক তা বুঝাই যেত না। যার কারণে সমগ্র আরবের মধ্যে তিনি যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (মুহাম্মদের ছেলে যায়েদ) নামে পরিচিত ছিলেন।

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বিলাল একজন হাবশী ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও আরবের মুসলিমরা তাকে ঘৃণা না করে নিজেদের ভাই মনে করত। উমর তাকে يَاْسَيِّدِي 'হে আমাদের সরদার' বলে সম্বোধন করতেন।

অনেক সাহাবী ক্রীতদাস ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয় এবং সমাজের বংশীয় ভেদাভেদ চিরতরে দূর করে দেয়। ধনী-গরীব, সাদা-কালো সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেয়। তাই কোন মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে, কারো বংশকে নীচু মনে করা এবং নিজের বংশকে বড় মনে করে অহংকার করা।

২. কারো শারীরিক দোষ বর্ণনা করা:

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে নানাভাবে নানা আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ খাটো, কেউ লম্বা, কেউ মোটা, কেউ চিকন ইত্যাদি। আর আল্লাহর সৃষ্টিতে ভুল ধরা কারো জন্য বৈধ নয়। তেমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে হাসি-তামাশা করাও হারাম। আর যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাসি-তামাশা করা হচ্ছে সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে বলে এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কানা, খোরা, অন্ধ, বেটে, লম্বা, চিকনা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে; আর এতে যদি সম্বোধিত ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَكَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَاةٌ ، وَقَالَتْ بِيَدِهَاهُكَذَا كَانَهَا تَعْنِي قَصِيرَةٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمُزِجَ

আয়েশা বলেন, আমি নবী ﷺ এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলাম। তখন নবী বললেন, অনেক কিছুর বিনিময়ে হলেও কারো সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করাটা আমাকে আনন্দিত করতে পারবে না। আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়ার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। (তিরমিযী হা: ২৫০২)

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) একদিন দাওয়াতে কারো গৃহে গমন করেন। দস্তরখানে বসে উপস্থিত লোকজন এক ব্যক্তির নাম করে বলল, অমুক আসেনি। উপস্থিতদের একজন বলল, সে স্থূলকায়, তাই আসতে দেরী হচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) না খেয়েই উঠে চলে যান। নিজেকে নিজে বললেন, তোমার কারণে গীবত শুনতে হল। কেননা, তুমি ক্ষুধার্ত না হলে দাওয়াতে গমন এবং গীবত শুনতে হত না। এর পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে। প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট কষ্ট দেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

সুক্ষ্মতত্ত্ব-১:

উপরে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির ভারী দেহের কথা আলোচিত হওয়ায় তিনি দস্তরখান ছেড়ে চলে আসেন। এর কারণ, যে মজলিসে কারো গীবত হয়, সেখানে অবস্থান করা বা সে মজলিসে বসে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন- কোথাও নাচের আসর চললে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। -(তাতারখানিয়া হতে রদ্দুল মোহতার).,
যদি জানা যায়, কারো গমনে মানুষজন গীবত পরিত্যাগ করবে, তা হলে তার যাওয়া জরুরী। তথায় গীবত হবে এটা যদি আগে জানা না, যায় এবং যাওয়ার পর গীবত শুরু হয়, তা হলে সম্ভব হলে লোকদেরকে নিষেধ করবে। এতে কোন সমস্যা সৃষ্টির আশংকা থাকলে নিজেই চলে আসবে। এও সম্ভব না হলে অন্ততঃ নিজে গীবতে শরীক হবে না।

সূক্ষ্মতত্ত্ব-২:

উপরাল্লিখিত ঘটনাসমূহ হতে জানা গেল, কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা, কোন মন্দ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং কুৎসিত চেহারার অধিকারী হবার কারণে কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বুদ্ধি বিবেকের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে দার্শনিক কবি আল্লামা জালুদ্দীন রুমী (রহঃ)-এর উক্তির মর্মকথা হচ্ছে-

হিন্দুস্তানী, স্কচ, রোমক এবং হাবশী সবাই কবরে একই রংয়ের হবে। যাতে তোমরা জানতে পার, এ রং রূপ, আকৃতি, এ সবই মহান আল্লাহর দান।

প্রত্যেক আকৃতিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন, কাউকে পুণ্যকর্মশীল কাউকে পাপাচারী করেছেন। প্রত্যেকের মাঝেই কোন না কোন দোষ রয়েছে। গীবতকারী লক্ষ্য করলে নিজের মাঝেও হাজারো দোষ দেখতে পাবে। হাঁ, কেউ যদি সর্বদোষ হতে মুক্ত পবিত্র হয়, তা হলে অবশ্য তার অপরের গীবত করার অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক কবির উক্তির সারমর্ম হচ্ছে-

-হে জ্ঞানী! সৃষ্টিকুলের দোষ প্রকাশ করো না, নিজের দোষের কারণে সৃষ্টিকুল হতে নিঃসম্পর্ক নির্লিপ্ত থাক।

৩.পোশাক পরিচ্ছদের গীবত:

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন- এরূপ বলা, অমুক অত্যন্ত কৃপণ, 'কৃপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন- রেশমী কাপড় অথবা দুষ্ট বদমাশ প্রকৃতির লোকদের মত অঙ্গরাখা পরিধান করে, অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে ঝুলে থাকে, অমুক মেয়েলোক এভাবে দোপাট্টা জড়িয়ে থাকে যে, তার সতর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে একটি ঘটনা আলোচনা করা হল।
একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা,। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যক।
হরযত আয়েশা (রাঃ) আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

উপদেশ বাণী

পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন,
لَوْ قُلْتَ إِنَّ فَلَانًا تَوْبَةً قَصِيرٌ أَوْ تُوبُه طويل يكون غيبة
বল, অমুকের কাপড় অত্যন্ত ছোট বা অত্যন্ত বড়, তা হলে এও তার গীবত করা হল। -(তাম্বীহুল গাফেলীন: গীবত অধ্যায়)

৪.অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত:

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা- সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অত্যন্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের

পরামর্শে চলে, সে স্ত্রৈণ- স্ত্রীর অনুগমন করে চলে, অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা গীবত।

কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে গীবত, এর সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

আরবে দস্তুর ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত। একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব
গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন- লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কি খেলাম? তিনি এরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি।
এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়। (তাফসীরে দোররে মনসূর জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

দ্বিতীয় ঘটনা

কোন কোন সাহাবী জনৈক লোক সম্পর্কে বললেন, সে অত্যন্ত দুর্বল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ এবং তার গোশত ভক্ষণ করেছ।

সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে মানুষের মধ্যে রুচি ও অভ্যাস বিভিন্ন রকম হয়, যা অন্যান্যদের কাছে দৃষ্টি কটু মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে গীবত ও দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়া আরো গর্হিত অন্যায়। হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার অনুপস্থিতিতে পেটুক, বাঁচাল, ভীরু, অলস, নির্বোধ, বেয়াদব এসব বলে মন্তব্য করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

৫.ইবাদতে গীবত:

অমুক ভালভাবে নামায আদায় করে না, তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রমযানুল মোবারকের রোযা আদায়ে ত্রুটি করে। অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায আদায় করে- এসব বলা এবাদত সম্পর্কিত গীবত।
এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে। আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার ইনসাফ করুন। রাহমাতুল লিলআলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন- আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল

রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে-তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ক্রটি করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ক্রটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাহিনী শুনে শত্রুতা পোষণকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠ! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন। (এহইয়াউল উলূম: আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত শেখ সাদী (রঃ) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতইনা ভাল হত যদি, তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

৬. <u>কারো পাপ কাজের সমালোচনা করা:</u>

কারো পাপ কাজ নিয়ে তার অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই পাপ কাজ করে বেড়ায় বা এই এই খারাপ কাজে অভ্যস্ত; তবে তাও গীবত বলে গণ্য হবে। মানুষ হিসেবে সকলের দ্বারাই কমবেশি পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তাই পাপের কথা পাপীকে না বলে অন্য মানুষকে বলে বেড়ানো গীবত বলে গণ্য হবে। যারা গীবতের মাধ্যমে এসব পাপকাজ লোক সমাজে ছড়িয়ে দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ সবই জানেন; কিন্তু তোমরা জান না।" (সূরা নূর: ১৯)

মুমিন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।
১. মানুষের এমন দোষ আলোচনা করা যা তার নিজের মধ্যেও রয়েছে।
২. নিজের দোষ বের না করে মানুষের দোষ খুজে বের করাা।
৩. সঙ্গীকে অনর্থক কষ্ট দেয়া।

ইবলিস মানুষের শত্রু হিসেবে সর্বদা মানুষের পরকালের ক্ষতি করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যখনই সুযোগ পায় তখনই সে মানুষকে নানা ধরণের অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত করে থাকে। আর তাই মানুষের দ্বারা হাজার রকম গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়।
কোন মানুষকে কখনও কোন পাপ কাজে লিপ্ত দেখলে তা অন্যের কাছে না বলে উচিত হল সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে তার পাপ কাজটি ধরিয়ে দেয়া।
যাতে সে পরবর্তীতে এ পাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে কিছু না কিছু দোষ। মানুষের গীবত ও দোষচর্চায় আমরা সুখ অনুভব করি অথচ আমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি। নিজেদের দোষ সম্পর্কে গাফেল থাকা আর শুধু পরের দোষ খুঁজতে থাকা।

প্রথম ঘটনা

বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিলো। একজন সর্বদা ইবাদত করত আর অন্যজন সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকত। এতে এবাদতকারী সব সময় গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খাপ্পা হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে

জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। -(আবু দাউদ-অধ্যায়: আলবিররে ওয়াসসেলাহ)

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত শেখ সাদী (রঃ) একদিন ওস্তাদের নিকট নিবেদন করলেন, সমবয়সী অমুক আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। ওস্তাদ বললেন, সাদী! তোমার নিকট ঈর্ষা পোষণ হারাম এবং গীবত হালাল! তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ এবং তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অভিযোগ করছ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব:

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত কেউই মাসুম-নিষ্পাপ নন। অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যদের নিষ্পাপ হওয়ার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। প্রত্যেকের মাঝেই একটা না একটা. দোষ রয়েছে। কারো মাঝে ঈর্ষা রয়েছে তো কারো মাঝে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণের দোষ রয়েছে। কেউ গীবত করে তো অন্য জন মিথ্যা বলে। কেউ চুরি করে তো আরেকজন বিপর্যয় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। কেউ যেনায় অভ্যস্ত, আবার কারো মাঝে দুষ্কৃতিপনা রয়েছে। সারকথা, প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন দোষ রয়েছে, কেউই দোষমুক্ত নয়। অতএব, যেকোন দোষের জন্য কারো গীবত করা নিরর্থক। কেননা, গীবতকারীই বা কবে সব দোষ থেকে পূত পবিত্র হতে পেরেছে। সুতরাং কাউকে কোন গোনাহে জড়িত দেখলে তার হেদায়াতের জন্য এবং নিজের নেক কাজের শক্তি সামর্থ লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করা কর্তব্য। এ না করে গোনাহে লিপ্তকে অপমান অপদস্থ করবে না, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না। বরং আল্লাহ তাআলা যে তোমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তজ্জন্য শোকর করবে। যখনই কারো দোষের কথা মনে জাগরে, তখনই নিজের গোনাহের কথা খেয়াল করবে, এতে অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

হযরত ওমর (রাঃ) এরশাদ করেন-

كَفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلْثُ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عَبُوبِ النَّاسِ بِهَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي

جَلِيسُهُ فِي مَالَا يَعْنِيهِ

মুমিনের পথভ্রষ্টতার জন্য তিনটি বিষয়ই যথেষ্ট-

(১) নিজে যে কাজ করে সে কাজে অন্যকে দোষী করা,
(২) মানুষের দোষ দেখে কিন্তু নিজের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকা,
(৩) সঙ্গী সাথী সতীর্থদেরকে নিরর্থক প্রদান করা। -(তাম্বীহুল গাফেলীনঃ মাযালেম অধ্যায়)

৭.মৃতদের গীবত:

যেমন জীবিতদের গীবত হারাম, অনুরূপ মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক। জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবত থেকেও বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর তাকিদ করেছেন।

প্রথম ঘটনা

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বেশী বেশী কবরের কাছে বসতেন এবং কবরস্তানে গমন করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এমন লোকদের নিকট বসি যারা আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে আসলে তারা আমার গীবত করে না, কিন্তু জীবিতরা এর বিপরীত। -(এহইয়াউল উলূম: কিতাবুল আমওয়াত)

দ্বিতীয় ঘটনা

লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কবরস্তানসমূহে বেশী বেশী যান কেন? জবাবে তিনি বললেন, কবরবাসী আখেরাত স্মরণ করিয়ে আমাদের উপকার সাধন করে। তারা আমাদের গীবত করে না, আমাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করে না। এ কারণেই আমি তাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করি না এবং বেশী বেশী তাদের সাহচর্য অবলম্বন করি। -(এহইয়াউল উলূম)

তৃতীয় ঘটনা

এক লোক বেশী বেশী সূরা লাহাব পাঠ করত। যদিও আবু লাহাব কাফের ছিল। কিন্তু ছিল তো পাপীকুলের মুক্তির জন্য সুপারিশকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর সূরা লাহাবে আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের উপর লানত এবং তার মন্দ প্রতিদানপ্রাপ্তির কথা বলেছেন। লোকটির সর্বদা সূরা লাহাব পাঠ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খারাপ মনে হয়। তিনি লোকটির উদ্দেশে বললেন, ওহে! তোমার কি অন্য কোন সূরা মুখস্থ নেই।

চতুর্থ ঘটনা

(মূল গ্রন্থকার) সম্মানিত বুযুর্গগণের মধ্য থেকে এক ওলীআল্লাহ হযরত মাওলানা এযহারুল হক সাহেব লখনৌবী ইনতেকাল করেন। ইনতেকালের সময় তাঁর মুখ থেকে কালেমা বের হয়নি। ইনতেকালের পর উপস্থিত লোকজন তাঁর গায়ের উপর চাদর ছড়িয়ে দিয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থাপনায় লেগে যায়। উপস্থিতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ভর্ৎসনার সূরে বলল, প্রকাশ্যত নেহায়েত মোত্তাকী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে মুখ থেকে কালেমাও বের হল না। এতে সবাই মনে খুব ব্যথা পান। ইত্যবসরে মরহুম মাওলানা সাহেব তাঁর পদদ্বয় সোজা করে সশব্দে কালেমা শরীফ পড়েন।

উপস্থিত লোকজনের কানে মাওলানা সাহেবের কালেমা পাঠের আওয়াজ পৌঁছার পর যারা মুখে কালেমা উচ্চারিত না হওয়ায় ভর্ৎসনা করেছিল, উপস্থিতরা

ভর্ৎসনাকারীদেরকে খুবই ভর্ৎসনা তিরস্কার করেন। এ সম্পর্কে নিম্নে উপদেশপূর্ণ আলোচনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম উপদেশ

মৃত্যুকালে কারো মুখ থেকে কালেমা বের না হলে, অথবা চেহারা কালো হয়ে গেলে, অথবা কবরে আযাবের কোন উপকরণ পরিদৃষ্ট হলে, অথবা ভূগর্ভস্থ কোন জীব যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি প্রকাশ পেলে যারা এ বিষয়ে অবহিত হয়, তাদের উচিত এসব জনসাধারণ্যে প্রকাশ না করা। উপরন্তু তার গোনাহগার হওয়ার সংবাদ ফলাও না করা, এতে তার জীবিত আত্মীয় স্বজন কষ্ট পাবে। এ ব্যাপারে এটাই পালনীয় বিধান।

দ্বিতীয় উপদেশ

মৃতের সমালোচনা বা দোষ বর্ণনা করার যে বিধান আলোচিত হয়েছে, সেই আলোচনার আলোকে ইয়াযীদ এবং হাজ্জাজের নিন্দাবাদও কোন ভাল কাজ নয়। যদিও কেউ কেউ ইয়াযীদ এবং হাজ্জাজের কুফরীর প্রবক্তা। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সূত্রে এ অভিমত 'মাতালেবুল মোমেনীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয়। কেননা, নীরবতা অবলম্বনেই সাবধানতা নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ বা হাজ্জাজের দোষ বর্ণনায় এবং নিন্দাবাদে কোন সওয়াবও নেই।

৮.<u>দারিদ্র্যতার কারণে কারো সমালোচনা করা:</u>

দারিদ্র্যতার কারণে কোন মুমিনকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা ও অপরের কাছে বলে বেড়ানো এটাও এক প্রকার গীবত। সমাজে ধনী-গরীব সবধরণের লোক বসবাস করে। অনেক ধনী রয়েছে যারা সমাজের গরীব ব্যক্তিদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। এমনকি তাদের সম্পর্কে নানা ধরণের অহেতুক সমালোচনাও করে থাকে, এটা বৈধ নয়। কেননা দারিদ্র্যতা তো আল্লাহই দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। এ ব্যাপারে দোষ ধরা আল্লাহর সৃষ্টিতে দোষ ধরার শামিল।

অপর দিকে ব্যক্তি মনে কষ্ট পাবে বলে এটা গীবতের পর্যায়েও পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পুরুষেরা যেন অপর পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় অনেক ভাল। আর মহিলারাও যেন অপর মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। কেননা হতে পারে তারা এদের তুলনায় ভাল।" (সূরা হুজরাত: ১১)

ইসলামের প্রথম যুগের অধিকাংশ মুসলিমই দরিদ্র ছিলেন। তাদেরকে নিয়ে কাফেররা উপহাস করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

"যারা কুফরী করেছে তাদের দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে। আর তারা মুমিনদেরকে নিয়ে উপহাস করে থাকে। অথচ মুত্তাক্বীরা কিয়ামতের দিন তাদের উপরে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে চান অগণিত রিযিক দান করেন।" (সূরা বাকারা: ২১২)

যেভাবে গীবত হয়ে থাকে

১. যবানের মাধ্যমে গীবত:

যবানই হচ্ছে গীবত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গীবত সংঘটিত হয় এ যবান দ্বারাই। এজন্য নিজেদের যবানের হেফাযত করা প্রতিটি মুমিনের একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নিতে পারবে অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হব।" (বুখারী হা: ৬৪৭৪) অপর হাদীসে তিনি বলেন-

مَنْ صَمَتَ نَجَا

"যে ব্যক্তি চুপ থাকল সে মুক্তি পেল।" (তিরমিযী হাঃ ২৫০১)

অন্য হাদীসে নবী বলেন-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ

"যে আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নিরবতা পালন করে।" (বুখারী হা: ৬০১৮, মুসলিম হাঃ ৪৭)

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ

গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ। -(তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

২. শারীরিক অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত করা:

কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির দোষণীয় অবস্থা বুঝাতে শরীরের কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যবহার করে, তবে তাও গীবত বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যবহার করে বলল, অমুক ব্যক্তি এ রকম করে হাঁটে বা এভাবে কথা বলে। এরূপ করাটাও গীবত।
রাসূল বলেছেন-

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আমি এত এত সম্পদের বিনিময়ে হলেও অপরের অনুকরণ পছন্দ করি না।" (তিরমিযী হা: ২৫০২)
এ সম্পর্কে নিম্নে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

জনৈকা রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধানে আগমন করে। আগন্তুক ছিল খর্বাকৃতির। সে চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তুচ্ছার্থ তার দিকে হাতে ইশারা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। (্ববায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, আগুনের কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের মুখ কাটা

হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা পার্থিব জগতে যেনায় লিপ্ত হবার জন্য সাজসজ্জা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একদল লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলায়। তাদের কাছ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা! তিনি বললেন, এরা সেসব মেয়েলোক, দুনিয়ার জীবনে যারা যেনার উদ্দেশে সাজসজ্জা করত। অতঃপর আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক ঝুলে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, هُولَاءِ الْهَمَازُوْنَ السَّمَّازُون-এরা সেসব লোক যারা দুনিয়ায় হাত এবং নাক দ্বারা ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দিত। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

—মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তার প্রতি ইঙ্গিত করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় ।

<u>সূক্ষ্মতত্ত্ব:</u>

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন -- প্রত্যেক হুমাযা ও লুমাযার জন্য রয়েছে ওয়ায়ল জাহান্নাম ।

হুমাযা এবং লুমাযার অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদ মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। হাদীসবেত্তা বায়হাকী (রঃ) ইবনে জোরায়জ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুমাযা দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে চোখ এবং হাতের ইশারায় মানুষকে কষ্ট দেয়। আর লুমাযা হচ্ছে সে, যে মানুষকে মুখে কষ্ট দেয় । তাফসীরে দোররে মনসূরে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) এ বর্ণনাই উদ্ধৃত করেছেন ।

বাগাভী (রঃ) তাফসীর গ্রন্থ মা'আলেমুত তানযীলে উদ্ধৃত করেছেন, হুমাযা বলে সে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করা হয়েছে, যে মুখে মানুষকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করে। আর লুমাযা সে, যে চোখে ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দেয়।

সোলায়মান জুমাল তাফসীরে জালালাইনের টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, হুমাযা সে, যে নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে মুখে কষ্ট দেয়, আর লুমাযা সে, যে ভ্রূ দ্বারা কারো প্রতি ইঙ্গিত করে।

৩. ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা:

ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অন্যের দোষ প্রকাশ করাও গীবত। যে কোন কারণে সরাসরি নাম উল্লেখ না করে যদি এমনভাবে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হয় যাতে বুঝা যায় যে, সে অমুক ব্যক্তির সমালোচনা করছে তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। যেমন- কাল তার নিকট এই এই স্বভাবের লোক এসেছিল, আর শ্রবণকারী ব্যক্তিও চিনে নিল যে, সে কোন ব্যক্তি; তখন এটাও ঐ ব্যক্তির জন্য গীবত হয়ে যাবে। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার অন্য ভাইয়ের দিকে এমনভাবে ইঙ্গিত করবে যা তাকে কষ্ট দেয়।

৪. অন্তরের মাধ্যমে গীবত করা:

কোন প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ বা অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে অহেতুক খারাপ ধারণা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এটা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা এমন রয়েছে যা গুনাহ।" (সূরা হুজরাত: ১২)

৫.কানের গীবত:

শুধুমাত্র অন্যের দোষ বলে বেড়ানোকেই গীবত বলে না বরং অন্যের দোষ শুনে প্রতিবাদ না করাটাও এক ধরণের গীবত। গীবত করা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি তা শ্রবণ করাও গর্হিত কাজ। কেননা গীবত শ্রবণকারী গীবত না শুনলে পাপ সংঘঠিত হত না।

তাই দু'জনেই অপরাধি। মুমিনের উচিত কানের হেফাযত করা। কারণ আল্লাহ বান্দার কান সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটির বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬)

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-
-যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
ˆযখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও।
কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী গণ্য হবে।
---(ইবনে আবিদ্দুনইয়া (রঃ)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)
কানের গীবত সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

মায়মূন বিন সিয়াহ নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মূন! তুমি এ হাবশী মৃতকে খাও। আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব? সে বলল, তুমি অমুকের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তার গীবত করিনি। এমনকি তার কোন বৈশিষ্ট্যই আমি উল্লেখ করিনি। সে বলল, যদিও তুমি গীবত করনি, তবে শুনেছ। আর গীবত শুনা এবং গীবত করা একই রকম।

-(তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল)

৬. লেখনীর মাধ্যমে:

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে লেখনী। অনেক সময় এ লেখনীর দ্বারাও গীবত সংঘটিত হয়ে থাকে। লেখনীর দ্বারা যদি কারো দোষ বর্ণনা করা হয় তবে তা ব্যক্তির মনে বড় ধরণের প্রভাব ফেলে। লেখনীর মাধ্যমে যে গীবত করা হয় তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়। কেননা লিখিত বস্তু অনেক দিন টিকে থাকে।

হাশরের ময়দানে অন্যের গীবতকারী এবং অধিকার হরণকারীদের অবস্থা

কেয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, তখন সবাই কঠোর গরমে ঘামসিক্ত হবে আর নিজের গোনাহের কথা খেয়াল করবে। সেদিন খোজখবর নেবার, সমবেদনা প্রকাশের কেউ থাকবে না। বরং মেয়ে মা থেকে, ছেলে বাপ থেকে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে পালাবে। সবার থেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার আওয়াজ ধ্বনিত হবে। সব দিক থেকেই শোর চীৎকার হৈহল্লার আওয়াজ কর্ণকুহরে ভেসে আসবে। সামনে জাহান্নাম ফুঁসতে থাকবে। প্রত্যেক দাবীদারই তার অধিকার দাবী করে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে। কেউ বলবে, এ লোক আমার গীবত করেছে, আমার দুর্নাম করেছে। কেউ বলবে, এ লোক আমার উপর জুলুম করেছে, কেউ বলবে, সে আমাকে আহমক বেওকুফ ভেবেছে, কেউ বলবে, সে আমাকে হত্যা করেছে। যাদের বিরূদ্ধে উল্লিখিত সব অভিযোগ উঠবে, তাদের সবাইকে ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করবেন। তারা লজ্জায় অনুশোচনায় মাথা ঝুঁকিয়ে রাখবে। যাদের তারা দোষ প্রকাশ করেছে, বর্ণনা করে ফিরেছে, তারা আজ দোষ প্রকাশকারী ও বর্ণনাকারীদের আঁচল টেনে ধরবে। মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারের আসনে আসীন হবেন। তিনি প্রত্যেক দাবীদারকেই সন্তুষ্ট করবেন। অভিযুক্তদের পুণ্যসমূহ অভিযোগ- কারীদেরকে দেবেন, তাদের অপরাধগুলো অভিযুক্তদের আমলনামায় লেখবেন। অতঃপর কখনও আল্লাহর রহমত হলে তবে নাজাত পাবে। নতুবা এক দীর্ঘকাল জাহান্নামে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হতে থাকবে।

গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
গীবত যেনার চাইতেও ভয়ংকর। মানুষ যেনাকে যেমন অন্যায় মনে করে, গীবতকেও তেমনি মনে করা উচিত। -(ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

যেনার চাইতেও গীবত ভয়ংকর হওয়ার কারণ যেনা দ্বারা শুধু রহমানুর রহীম আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে শয়তানের অনুগমন অনুসরণ করা হয়। পক্ষান্তরে গীবতে দুইটি ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে।
প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ,
দ্বিতীয়তঃ যার গীবত করা হচ্ছে তাকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহর অধিকার তো 'তওবা' দ্বারা মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার মাফ হবে না। অর্থাৎ, কারো কৃত' গোনাহের সাথে যদি বান্দার অধিন সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন- কারো গীবত করা, কাউকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। এসব অপরাধ সংঘটনের পর তওবা করলে আল্লাহ তাআলা করুণাবশতঃ নিজের অধিকার তো মাফ করে দেন, বান্দা মাফ করে না দেয়া পর্যন্ত বান্দার হক মাফ হবে না।

এ কারণে কিছু কিছু আলেমের অভিমত তাংঙ্ক দ্বারা যত সগীরা
এ কারণে কিছু কিছু আলেমের অভিমত, হজ্জ দ্বারা যত সগীরা কবীরা গোনাহ সবই মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না, যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা স্বয়ং মাফ না করে দেবে। আর কেয়ামতে অধিকারের দাবীদাররা সবাই তাদের দাবীর জন্য আঁচল টেনে ধরবে। এ আলোচনা থেকে জানা গেল, যেনার চাইতে গীবতের গোনাহ বেশী। কেননা, যেনাকার যাবতীয় শর্ত পালন করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দেন। পক্ষান্তরে গীবত্বকারী 'লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে যদিও আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন, কিন্তু সে ভারমুক্ত হবে না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে।
যার গীবত করা হল সে মাফ না দিলে কেয়ামতের, দিন গীবতকারীর পিছু নেবে, তার আঁচল টেনে ধরবে। এ সময় গীবতকারীর কোন সাহায্য সহায়তাকারী থাকবে না।

তখন সে বিনয় সহকারে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তাঁআলা ঘোষণা করবেন-

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ

আজকে প্রত্যেকেই নিজের আমল মোতাবেক বিনিময় প্রাপ্ত হবে, কারো প্রতি জুলুম হবে না।

আল্লাহর এ ঘোষণা শুনে গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী অত্যন্ত নিরাশ এবং লজ্জিত অনুতপ্ত হবে। বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমরা গীবত না করতাম, কারো দোষ প্রকাশ না করতাম।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)কিছু লোককে দাওয়াত করেন। দাওয়াতকৃতরা দস্তরখানে খেতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দেয়। ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) বললেন, আগের কালে মানুষ আগে রুটি পরে গোশত খেত। এখন তো তোমরা রুটির আগে মানুষের গোশত খেতে শুরু করেছ-- মানুষের গীবত করছ। -(তাযকেরাতুল আওলিয়া)

এক যুবকের ইবনুল মোবারকের নিকট যেনার স্বীকৃতি- ইবনুল মোবারকের জবাব:

এক যুবক হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রঃ)-এর সমীপে এসে বলতে লাগল, আমি অবর্ণনীয় এক বিরাট গোনাহ করেছি। তিনি বললেন, বল কি গোনাহ করেছ? যুবক বলল, আমি যেনা করেছি। হযরত আবদুল্লাহ (রঃ) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! তুমি গীবত তো করনি। কেননা, গীবত যেনার চাইতেও বৃহৎ গোনাহ। (তাষকেরাতুল আওলিয়া)

শেখ সাদী (রঃ)-এর পিতার হিতোপদেশ:

হযরত শেখ সাদী (রঃ) তাঁর গোলেস্তাঁ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখেন, কিশোর বয়সে আমি রাত দিন ইবাদতে মগ্ন থাকতাম এবং সদা সর্বদা কোরআন শরীফ সাথে রাখতাম।

এক রাতে আমি আব্বার কাছে ছিলাম। তখন একদল মানুষ পড়ে ঘুমাচ্ছিল। আমি আব্বাকে বললাম, লোকগুলোর কি হয়েছে? এমনভাবে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে, যেন তারা মরে গেছে। যদি এরা জাগ্রত হয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করত! আমার এ খেদোক্তিতে আব্বা বললেন, প্রিয় বৎস! এ সময় তুমিও যদি ইবাদত রত না থেকে ঘুমিয়ে কাটাতে তা হলে ভাল ছিল, তা হলে এ গীবত থেকে বাঁচতে পারতে। অন্যের দোষ বর্ণনা থেকে মুক্তি পেতে।

হজ্জের সফরে গীবত অত্যন্ত গোনাহ:

'রওযা' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, হযরত আবুল লায়স বোখারী (রঃ) এক বছর হজ্জের উদ্দেশে বের হন এবং নিজের পকেটে মাত্র দুই দেরহাম লন। অতঃপর কসম করেন, আমি হজ্জে গমনের পথে যদি কারো গীবত করি তবে এ দুই দেরহাম আল্লাহর রাহে দিয়ে দেব। তিনি হজ্জ থেকে ফেরার পরও পকেটে সেই দুই দেরহাম রয়ে যায়, যা তিনি গমনকালে পকেটে নিয়েছিলেন। লোকেরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি হজ্জে গমনাগমনের পথে কারো গীবত করিনি। কেননা, আমার মতে একবার গীবত করার চাইতে একশ'বার যেনা করা উত্তম। -(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা

গীবত হচ্ছে মহিলাদের চারণভূমি। মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক হারে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- যখনই কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়, তখন তারা প্রায়ই সমালোচনা বা গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সমালোচনা করে। বিশেষ করে তাদের স্বামীদের ব্যাপারেও তারা নানা মন্তব্য করে থাকে।

যেমন- একে অপরকে বলতে থাকে আমার স্বামী এরকম এরকম, আমাকে এটা দিয়েছে ওটা দেয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের গোপনীয় বিষয় পর্যন্ত বলাবলি করতে লজ্জাবোধ করে না। এ কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। স্বামীর

অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেয়া, এটা মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার প্রধান কারণ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فطر - إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গেলেন। তিনি মহিলাদের নিকট আগমন করলেন, অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা সদকা কর, কারণ তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামী হিসেবে আমাকে দেখানো হয়েছে। তখন তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে আমাদের এ অবস্থা? নবী বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত (অভিশাপ) কর এবং স্বামীদের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ কর। (বুখারী হা: ৩০৪)

বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, মহিলা অভিভাবকরা যখন ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে স্কুলে যায় তখন তারা অনেকে একত্রে জমা হয় এবং তারা গীবতের মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এভাবে তারা জীবনের অনেক মূল্যবান সময়কে গুনাহের কাজে ব্যয় করে থাকে। তাই এক্ষেত্রে মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা যখন অবসর পায় তখন তাদের উচিত ইসলামী বই-পুস্তক পড়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা এবং নেক আমলে লিপ্ত থাকা। তাহলে তারা অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ

গীবত মূলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এ কারণে মানুষ অনিচ্ছায় গীবতে লিপ্ত হয়। কিন্তু খুব কম লোকই তা ধরতে পারে। তাছাড়া মানুষ সাধারণভাবে যেসব কারণে গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে তা হল:

১. <u>ক্রোধের কারণে:</u>

গীবতের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ক্রোধ। মানুষ যখন কোন কারণে কারো উপর রাগান্বিত হয় তখনই তার গীবত শুরু করে দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য অপরের দোষচর্চা করে থাকে।

২. <u>শত্রুতার কারণে:</u>

শত্রুতা হচ্ছে গীবত সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ। যখন কেউ কারো উপর শত্রুতা পোষণ করে তখনই সে তার শত্রুর গীবতে লিপ্ত হয়।

৩. <u>কাউকে অপমান করার জন্য:</u>

যখন কোন ব্যক্তি কারো উপর নাখোশ হয় তখনই তাকে সে অপমান করার ইচ্ছা পোষণ করে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৪. <u>কথার তাল মিলানোর জন্য:</u>

কাউকে গীবত করতে দেখলে অনেক সময় কথার তাল মিলাতে গিয়ে অন্যরাও গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৫. <u>অহংকার ও আত্মগর্বের কারণে:</u>

গীবতের আরেকটি বড় উৎস হচ্ছে গর্ব ও অহংকার। অহংকারের কারণেই মানুষ নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট ভাবতে শুরু করে। নিজের সব কিছুকেই মনে করে গুণ, আর অন্যের সবকিছুই মনে করে দোষ। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি একবারেই মূর্খ, তার কোন বোধশক্তি নেই। এ কথার দ্বারা সে বুঝাতে চায় যে, সেই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত। এভাবে ব্যক্তি নিজের এহেন অহংকার ও আত্মগর্বের কারণে গীবতের মত নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৬. <u>হিংসার কারণে:</u>

হিংসার কারণেও মানুষ গীবত করে থাকে। কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন ভাল গুণ থাকে এবং এর মাধ্যমে সে সমাজে খ্যাতি লাভ করে তখন তার হিংসুকরা তার সমালোচনা শুরু করে দেয়।

৯. <u>হাসি-তামাশা ও ঠাট্টাচ্ছলে:</u>

হাসি-তামাশা ও ঠাট্টাচ্ছলে মানুষ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। তবে সময় কাটানোই এর মল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

১০. <u>অন্যের কাজকে খারাপ মনে করার কারণে:</u>

অন্যের কোন কাজ খারাপ লাগলে মানুষ ঐ কাজের সমালোচানা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

১১. <u>পার্থিব সম্মান লাভের আশায়:</u>

কারো কাছে প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্যও মানুষ অনেক সময় অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে।

গীবত করার পরিণাম

আল্লাহ তা'আলার কাছে গীবত একটি বড় ধরণের অপরাধ। তাই এর পরিণামও বড় ভয়াবহ। এর পরিণাম উভয় জগতেই হয়ে থাকে। গীবতের কারণে ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরকালের জীবনেও তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষ গীবতের মাধ্যমে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন:

১. গীবতের ফলে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়:

গীবতের অন্যতম বড় কুফল হচ্ছে, এর ফলে মুসলমানদের একতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালবাসা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয়।

২. গীবতের কারণে গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি অনাস্থা জন্মে:

যার গীবত করা হয় তার দোষগুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে তার প্রতি মানুষের অনাস্থা জন্ম নেয়। তাছাড়া অপরের দোষ বর্ণনা করার কারণে গীবতকারীর প্রতিও মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়।

৩. গীবতকারী মানুষের নিকট আস্থা হারিয়ে ফেলে:

দুনিয়াতে গীবতের একটা বড় কুফল হচ্ছে গীবতকারী সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে। কেউ তার উপর আস্থা স্থাপন করতে ভরসা পায় না। কেননা সকলেই একথা মনে করে যে, আজ যেমন সে আমাদের সামনে অন্য মানুষের দোষ আলোচনা করছে তেমনি সে যে কাল অন্যের সামনে আমাদের দোষ আলোচনা করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? যে ব্যক্তি তোমার সামনে অন্যের নিন্দা করছে তার কাছে এ আশা তুমি করো না যে, অন্যের কাছে সে তোমার সুনাম করবে। কেননা দোষচর্চা করাটাই হচ্ছে তার মজ্জাগত পেশা। এক জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে এক মূর্খ ব্যক্তি মানুষের গীবত ও দোষচর্চা শুরু করল। জ্ঞানী ব্যক্তিটি তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, “দেখ ভাই! মানুষের গীবত করে তুমি তোমার প্রতি আমার আস্থা নষ্ট করে দিও না।"

৪. গীবত করলে শয়তান আনন্দিত হয়:

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে তোমরা শত্রুই মনে করো।" (সূরা ফাতির- ৬)

পাপ কাজ মাত্রই শয়তানকে আনন্দ দেয়। কিন্তু শয়তান এ কথা নিজেই স্বীকার করেছে যে, গীবতেই তাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়।
যারা গীবত করে শয়তান তাদের মুখে মধু মিশিয়ে দেয়।

৫. গীবত করলে আল্লাহ ও তার নবীর অবাধ্যতা করা হয়:

আল্লাহ তা'আলা বলেন-
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
"রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা কিছু নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা হাশর- ৭) সুতরাং যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে গীবত করা হয়, তবে তা আল্লাহর ও নবীর অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬. পাপের দিকে মন আকৃষ্ট হয়:

কিছু কিছু পাপ আছে যা সংঘটিত হওয়ার কারণে আরো কতগুলো পাপ সংঘটিত হয়ে পাপকে আরো শক্তিশালী করে। গীবত তার মধ্যে একটি। চারটি জিনিস হচ্ছে পাপের মূল:

(১) গীবত,
(২) মিথ্যা,
(৩) চোগলখোরি,
(৪) কোন নারীর সতীত্বের দিকে তাকানো।

৭. গীবতকারীর শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়:

গীবতকারী ব্যক্তি যতজন লোকের গীবত করে ততজন লোকের ঘৃণার পাত্র ও শত্রুতে পরিণত হয়। তাই তার শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৮. গীবতকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকার হয়:

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে গীবত করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বান্দা যদি তাঁর নিষেধ অমান্য করে গীবতের মত ঘৃণিত অপরাধ করে বেড়ায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

৯. গীবত বড় ধরনের সুদ:

আমরা মনে করি যে, শুধু টাকা-পয়সাতেই সুদ রয়েছে, কিন্তু তা নয়। গীবতের মাধ্যমেও সুদের সমান অপরাধ হয়ে থাকে। নবী বলেন-

إِنَّ مِنْ أَرْبَيَ الرِّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ
সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে অন্যায়ভাবে কোন মানুষের মান-সম্মানের উপর আঘাত করা। (আবু দাউদ হা: ৪৮৭৮)

১০. গীবতের কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, প্রকৃত দরিদ্র ও নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা তো মনে করি যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই, সে-ই নিঃস্ব ও দরিদ্র। তখন রাসূল বললেন, নিঃস্ব ও দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু একদল লোক আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। কারো অর্থ সে আত্মসাৎ করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত ও দোষচর্চা করেছে। কিংবা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষী দিয়েছে ইত্যাদি।

আল্লাহ সকলের মধ্যে তার নেক আমল বণ্টন করা শুরু করবেন। তার নেক আমল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যদি অভিযোগকারীদের পাওনা শেষ না হয় তখন সকলের গুনাহ ও বদ-আমলের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেবেন। সে সকলের বদ-আমলের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে-ই হল সত্যিকারের দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি। (মুসলিম হা: ৬৭৪৪)

দুনিয়াতে কেউ বিপদে পড়লে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছুটে আসে সাহায্যের জন্য। কিন্তু কিয়ামতের দিন তার উল্টা হবে, পিতা-মাতা সন্তান থেকে আর সন্তান পিতা-মাতা থেকে পালিয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে দেখে পালিয়ে যাবে। প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। শুধু ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী বলবে।

১২. পরকালে গীবতকারীদের করুণ পরিণতি:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আনাস বিন মালিক বলেন, রাসূল বলেন, যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এরা সেসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত নষ্ট করত। অর্থ্যাৎ তারা গীবত করত। (আবু দাউদ হা: ৪৮৭৮)

১৩.দোআ কবুল না হওয়া:

যে অত্যধিক গীবত করে সে খুব কমই অনুতপ্ত লজ্জিত হয়। এ জন্য তার দোআ কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষে না।
ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থের হাসাদ (ঈর্ষা বিদ্বেষ) অধ্যায়ে এরশাদ করেন-

ثَلَٰثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ أَكِلُ الْحَرَامِ وَمِكْثَارُ الْغَيْبَةِ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ بُخْلُ أَوْ حَسَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ

- তিন ব্যক্তির দোআ কবুল হয় না। এক- হারাম ভক্ষণকারী, দুই- যে অত্যধিক গীবতকারী, তিন- যে মুসলমানের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা কৃপণতা করে। নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে-

লোকেরা হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, জনাব! কি ব্যাপার? আমরা দোআ করি, অথচ কবুল হয় না। তিনি বললেন, এর কারণ, তোমাদের অন্তর মৃত। তারা জিজ্ঞেস করল, অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের আটটি দোষ রয়েছে, যা অন্তরের সজীবতা অবশিষ্ট রাখেনি, তাই তোমাদের দোআ কবুল হয় না।

এক:- তোমরা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব মর্যাদা সম্পর্কে জান, তাঁর শক্তি কুদরত সম্পর্কেও অবগত, অথচ তাঁর অধিকার আদায় এবং নির্দেশ পালনে ত্রুটি কর।

দুই:- তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর, অথচ কোরআনের বিধান অনুযায়ী আমল কর না।

তিন:- মুখে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রীতি ভালবাসা প্রকাশ কর, অথচ তাঁর হাদীস অনুযায়ী আমল কর না। প্রীতি ভালবাসার দাবী হচ্ছে যাকে ভালবাসা হয় তার সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা, তার চালচলন অবলম্বন করা।

চার:- তোমরা মুখে বল, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি, এবাদতের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। অথচ মানুষ যাকে ভয় করে, তা হতে নিজের মুক্তির চিন্তা ভাবনা করে।

পাঁচ:- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ . فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ

শয়তান তোমাদের শত্রু, তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর । অথচ তোমরা গোনাহে নিজেদের সময় ব্যয় কর, শয়তানকে বন্ধু বানাও।

ছয়:- তোমরা মুখে বল, আমরা জাহান্নামকে ভয় করি, অথচ সদা সর্বদা গোনাহ করে নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছ।

সাত:- তোমরা জান্নাতে যাওয়ার কামনা বাসনা পোষণ কর, অথচ এজন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ কর না।

আট:- যখন তোমরা জাগ্রত হও, তখন নিজের দোষ পিছনে ফেলে দাও, তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না, মানুষের দোষ ত্রুটি নিজের সামনে রাখ,মানুষের নিন্দাবাদ কর, দুর্নাম রটাও। এ সব কারণে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয় না।
ফলতঃ তোমাদের দোআও কবুল হয় না।

১৪.আমলনামা থেকে নেকী কমে যায়:

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيّمَةِ فَيُرَى فِيهِ حَسَنَاتٌ

لمْ يَكُنْ عَمَلُهَا فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّ لِي كَذَا فَيُقَالُ لَهُ هُذَا بِهَا

اغْتَابَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ لَهُ تَشْعُرُ

কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেয়া হবে,তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামায় নেকী দেখে খুশী হবে। আর যখন বদীর প্রতি দৃষ্টি পড়বে তখন অস্থির হবে। কিছু লোক নিজেদের আমলনামায় এমন নেকীসমূহ দেখতে পাবে যা তারা দুনিয়ায় করেনি। তারা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে, ইয়া আল্লাহ! এসব নেক কাজ তো আমরা করিনি। এগুলো কিভাবে আমাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত হল? আল্লাহ বলবেন, যদিও তোমরা এসব নেক কাজ করনি, কিন্তু যারা তোমাদের গীবত করেছে,

তাদের আমলনামা থেকে এসব নেকী মিটিয়ে তোমাদের আমলনামায় লেখে দেয়া হয়েছে। আর তাদের গীবত সম্পর্কে তোমরা অবহিত ছিলে না। -(তাম্বীহুল গাফেলীন, আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) আরও এরশাদ করেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ مُنْشِرًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتِي كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِي صَحِيفَتِي فَيَقُوْلُ لَهُ مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاس

কিছু লোক কেয়ামতের মাঠে খোলা আমলনামা লাভ করবে। তারা নিজেদের আমলনামা দেখে বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমরা দুনিয়ায় অমুক অমুক ভাল কাজ করেছি, সেগুলো কোথায় গেল, আমার আমলনামায় সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন? জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, যেহেতু দুনিয়ায় তুমি মানুষের গীবত করেছিলে। এ কারণে সেসব ভাল কাজ তোমার আমলনামা থেকে মুছে যাদের গীবত করেছ তাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

-إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة ٍ

আল্লাহ তাআলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না। সুতরাং যার উপর যা হক পাওনা থাকবে, তিনি তা আদায় করে দেবেন। তাই কেউ কারো গীবত করলে তার নেকী নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তাকে দেয়া হবে।

১৫.<u>পুণ্য কর্মসমূহ কবুল না হওয়া:</u>

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَا النَّارُ فِي الْمُبْسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغِيبَةِ
فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ

-আগুন এত তাড়াতাড়ি কোন শুকনা বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করে না, যত তাড়াতাড়ি পুণ্য কর্মসমূহের উপর গীবতের প্রতিক্রিয়া হয়। -(এহইয়াউল উলূম- এলাজুল গীবত অধ্যায়)

হযরত খালেদ বিন মেদান (রঃ) হযরত মোআয (রাঃ)-কে বললেন, হে মোআয! এমন কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। হযরত খালেদ বিন মেদান (রাঃ)-এর কথায় হযরত মোআয (রাঃ) খুব কাঁদেন এবং এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে এ রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে মোআয! যারা আমলের সংরক্ষক এবং যেসব ফেরেশতা আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা কারো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের নেক আমলসমূহ আসমানে নিয়ে যান, আর সে আমলসমূহ সূর্যের মত চমকিত হয়, আমলবাহী ফেরেশতা প্রথম আসমানে উপনীত হয়ে তা দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যেতে চান, তখন প্রথম আসমানে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, এসব আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মার এবং তাকে ক্ষমা করা হয়নি বলে সংবাদ দাও। কেননা, সে মুসলমানদের গীবত করত। সুতরাং তার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। (তাম্বীহুল গাফেলীন-তাফাক্কুর অধ্যায়)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন-

وَاللَّهِ الْغِيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي الْجَسَدِ ـ

-আল্লাহর শপথ, জখম শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চাইতেও ত্বরিত গতিতে গীবত মোমেনের দ্বীনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যখনই কোন মানুষ কারো গীবত করল, তখনই তার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার পুণ্য কর্মসমূহ কবুল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হল। --(এহইয়াউল উলূম- গীবত অধ্যায়)

১৬.কেয়ামতে দুঃখ লজ্জায় পতিত হওয়া:

দুনিয়ায় যদি কেউ কাউকে গালি দেয় আর যাকে গালি দেয়া হয় সে যদি গালিদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ দায়ের করে, তা হলে গালিদাতা কেমন দুঃখিত লজ্জিত হয়। কেননা, সে যদি আদালতে গালি দেয়ার কথা স্বীকার করে তা হলে শাস্তি পাবে। আর যদি অস্বীকার করে তা হলে অভিযোগকারী সাক্ষী উপস্থাপন করবে। ফলে তার গালি দেয়া প্রমাণ হয়ে যাবে এবং তার জীবনের উপর বিপদ নেমে আসবে। অনুরূপ কেয়ামতের দিন যখন কেউ কারো উপর দাবী করবে যে, সে আমার গীবত করেছে, আর অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহ তাআলা যখন তার নিকট দাবীকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন সে যদি স্বীকার করে তা হলে জনসম্মুখে লজ্জিত হবে। আর অস্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা তার অঙ্গসমূহকে নির্দেশ করবেন আর সেগুলোকে কথা বলার শক্তি দান করবেন এবং অভিযুক্তের প্রত্যেক অঙ্গ জনসম্মুখে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে লজ্জিত করবে। তবে হাঁ, যারা পুণ্যকর্মশীল, অথবা যাদের উপর আল্লাহ তাআলার করুণা হবে, তারা মুক্তি পাবে। তাই দরবেশ শ্রেণীর লোকেরা কেয়ামতে লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট হিসাবের জন্য দাঁড়ানোকে অত্যন্ত ভয় করতেন।

আবু সোলায়মান দারানীর জবাব:

হযরত আবু সোলায়মান দারানী (রঃ)-এর ইনতেকালের সময় ঘনিয়ে এলে উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগল, হে সোলায়মান! এ তো খুশীর সময়। আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহর দরবারে তাশরীফ নিচ্ছেন। আপনার কোন ভয় শংকা নেই। কেননা, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ বান্দার সব গোনাহ মাফ করে দেন। আবু সোলায়মান (রঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা এমন নন। যে, সগীরা গোনাহের হিসাব নেবেন এবং কবীরা গোনাহের জন্য শাস্তি দেবেন। সুতরাং যেমন তাঁর রহমতের আশাবাদী থাকা কর্তব্য তেমনি কর্তব্য তাঁর শাস্তি হতে ভয়ার্ত থাকা। -(এহইয়াউল উলূম-কালামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়)

১৭.কেয়ামতে গীবতকৃতের গোশত ভক্ষণ:

উপরে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে কারো গীবত করবে, কেয়ামতে যার গীবত করা হয়েছে তাকে মৃতরূপে উপস্থাপন করা হবে এবং গীবতকারীকে হুকুম দেয়া হবে, যেভাবে জীবদ্দশায় তুমি তার গোশত খেয়েছ, এখন মৃত্যুর পরও তার গোশত খাও। সুতরাং গীবতকারী মৃতের গোশত খাবে এবং মুখ অত্যন্ত বিকৃত করবে। -(সীরতে আহমদিয়া-তাবরানী হতে)

১৮.কেয়ামতের দিন নিজের গোশত ভক্ষণ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজ হতে প্রত্যাবর্তন করে এরশাদ করেন-

- যখন আমি মেরাজে গমন করি, তখন কিছু লোককে দেখতে পেয়েছি, যাদের পার্শ্বদেশ হতে গোশত কেটে মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলছেন, যেভাবে তোমরা দুনিয়ায় আগন ভাইদের গোশত ভক্ষণ করতে, এখন তেমনি নিজের গোশত ভক্ষণ কর। আমি
জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যারা মানুষের গীবত করত।
-(তাম্বীহুল গাফেলীন-গীবত অধ্যায়)

১৯.কেয়ামতের দিন নিজের শরীর নখ দ্বারা আঁচড়ানো:

উপরে আবু দাউদ শরীফে মেরাজের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীদেরকে দেখেছেন, তারা নখ দ্বারা নিজেদের শরীর আঁচড়াচ্ছে এবং কঠিন আযাবে আবদ্ধ রয়েছে।

২০.জাহান্নামে খুজলী রোগাক্রান্ত হওয়া:

উপরে হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যারা হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে কোন মুসলমানের গীবত করবে, জাহান্নামে তাদের শরীরে খুজলী হবে।

২১.জান্নাতে সকলের পরে এবং জাহান্নামে সর্বাগ্রে গমন:

গীবতকারী যদি গীবত হতে তওবা করে মরে, তা হলে যদিও সে জান্নাতে যাবে, কিন্তু সবার পরে; আর যদি তওবা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করে তা হলে সর্বাগ্রে জাহান্নামে যাবে। মোল্লা মিসকীন হারাবী (রঃ) 'রওযাতুল' ওয়ায়েজীন' গ্রন্থে লেখেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহে লিখিত ছিল, 'হে বনী আদম! গীবত পরিহার কর, তা হলে জান্নাত তোমার জন্য আগ্রহী হবে।

২২.গীবতকারী আখেরাতে বানর হবে:

উপরে নুযহাতুল মাজালেস গ্রন্থ হতে হযরত হাতেম আসাম্ম (রঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, গীবতকারী জাহান্নামে বানরে পরিণত হবে।

২৩.গীবতকারীর অত্যধিক কবর আযাব হবে:

উপরে হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এক তৃতীয়াংশ কবর আযাব গীবতের কারণে হবে।

গীবতের কারণে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং বর্তমানকালের লোকদের অবস্থা

এক পরহেযগার লোক স্ত্রীর জন্য তুলা খরিদ করে আনেন। স্ত্রী তা দেখে বলল, বিক্রেতারা আপনাকে ঠকিয়েছে। এ কথা শুনতেই সে লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জনাব! আপনি কেন স্ত্রীকে তালাক দিলেন? দরবেশ বললেন, সে তুলা বিক্রেতাদের গীবত করেছে। কেয়ামতের দিন সকলেই তার নিকট অধিকার দাবী করে তাকে পাকড়াও করবে। উপস্থিত লোকজন বলবে, এসব লোক অমুকের স্ত্রীর নিকট অধিকার দাবী করছে। এতে আমি লজ্জিত হব। তাই আমি তাকে তালাক

দিয়েছি, যাতে মানুষ এ কথা মুখে তুলতে এবং এ স্ত্রীকে আমার সাথে সম্পর্কিত করতে না পারে। (তাম্বীহুল গাফেলীন- গীবত অধ্যায়)

বাস্তবে এক্ষেত্রে তুলা বিক্রেতাদের দোষ বর্ণনা গীবত নয়। কেননা, গীবত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই অজ্ঞাত ব্যক্তির গীবত বৈধ। আর উল্লিখিত দরবেশের স্ত্রীও অজ্ঞাত তুলা বিক্রেতার দোষ বর্ণনা করেছিল। কেননা, বেচারী কারো নামোল্লেখ করেনি, কিন্তু দরবেশ তাঁর পরিপূর্ণ পরহেযগারীবশতঃ একেও গীবত ভেবে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন।

গ্রন্থকার বলেন, হয়ত দরবেশ বলেছিলেন, অমুক লোক থেকে তুলা কিনে এনেছি। সুতরাং স্ত্রী যখন বিক্রেতার দোষ বর্ণনা করল তখন তা নির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত হয়ে গেল। তাই দরবেশ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন।

আলোচ্য ঘটনা থেকে জানা গেল, খারাপ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা, তার সাথে সম্পর্কজনিত আচরণ করাও খারাপ। আর বেশী বেশী দেখা সাক্ষাতেরও একটা খারাপ প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মন্দ স্ত্রীর সংসর্গের প্রভাব স্বামীর মাঝেও সংক্রমিত হবে। কেননা, খারাপ সংসর্গের প্রভাব একটা প্রসিদ্ধ বিষয়। আর মন্দ সাথী-বন্ধু সাপের চাইতেও বেশী ক্ষতিকর। অথচ বর্তমানকালের লোকদের অবস্থা বিস্ময়কর। স্ত্রী পাপাচারিণী হলেও তারা তাকে পরিত্যাগ করে না। তাদের সংসর্গ অবলম্বন করে চলে। এরূপ স্ত্রী পরিত্যাগ করাকে লজ্জার কারণ বলে মনে করে। তাদেরকে পরিত্যাগ তো করেই না, এমনকি পাপ পরিহারের জন্য উপদেশও প্রদান করে না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হাশর ময়দানে বার মনযিল হবে এবং প্রত্যেক মনযিলে একেকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ মনযিলগুলোর চতুর্থ মনযিলে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি দুনিয়ায় কারো গীবত না করে থাকে তা হলে তাকে আগে বাড়তে দেয়া হবে। অন্যথায় এ মনযিলেই এক হাজার বছর পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। (কিতাবু আহওয়ালিল উম্মত)

এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

ইবনে সিরীন (রঃ)-এর সম্মুখে একদিন আওফ হাজ্জাজের গীবত শুরু করে দেন। ইবনে সিরীন বললেন, হে আওফ! হাজ্জাজ জালেম, যদিও এ জন্য আল্লাহ তাআলা মজলুমদের অধিকার হাজ্জাজ থেকে আদায় করবেন, তার থেকে জুলুমের হিসাব নেবেন, কিন্তু তার গীবত করা অনুচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবতকারীদের থেকেও হাজ্জাজের পক্ষ হয়ে হিসাবে নেবেন। (এহইয়াউল উলূম- গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত দাউদ তায়ী (রঃ) এক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বেহুশ হয়ে যান। তাঁর বেহুশ অবস্থার অবসান হলে লোকজন জিজ্ঞেস করল, জনাব! এ জায়গায় এসে আপনার বেহুশ হয়ে পড়ার কারণ কি? তিনি বললেন, এ স্থানে এসে আমার স্মরণ হল, এখানেই আমি এক ব্যক্তির গীবত করেছি। সুতরাং আমার আল্লাহ তাআলার হিসাব গ্রহণের কথা স্মরণ হয়ে যায়, তাই আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। (নুযহাতুল মাজালেস-গীবত অধ্যায়)

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

মনে রাখা দরকার, মানুষ বেশ কিছু কারণবশতঃ গীবত করে থাকে। উক্ত কারণগুলো বিদ্যমান থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীবত হয়ে যায়। সুতরাং গীবতের কারণগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের কর্তব্য, তা হলে সে গীবত থেকে মুক্তি পাবে। নিম্নে গীবতের কারণসমূহ এবং প্রতিকার লিখিত হচ্ছে।

১. রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা:

সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখতে হবে। কেননা মানুষ যখন কারো প্রতি রাগান্বিত হয়, তখন তার সম্পর্কে এমন সব কথা বলে থাকে যার অধিকাংশই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।
এটা কয়েক প্রকার। যেমন-

প্রথম প্রতিকার:

পার্থিব বিষয়ে ক্রোধ- যখন মানুষ শুনতে পায় অমুক ব্যক্তি আমাকে গালিগালাজ করে অথবা আমার গীবত করে, তখন তার মন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং শয়তানও তাকে উত্তেজিত করে। ফলে সেও গালিদাতার ও গীবতকারীর গীবত করতে শুরু করে। সে অনুসন্ধান করে দেখে না, উক্ত লোক আসলেই গালি দিয়েছে কিনা বা গীবত করেছে কিনা।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,
যে নিজের রসনা প্রতিরোধ করে রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা
তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন এবং তাকে হেয় অপদস্থ করবেন না। আরযে নিজের ক্রোধ দমন করবে, ক্রোধ অনুযায়ী কাজ করবে না, আল্লাহ
তাআলা তার থেকে আযাব প্রতিরোধ করে রাখবেন। যে আল্লাহর দরবারে গোনাহ মাফ চাইবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (বায়হাকী)

দ্বিতীয় প্রতিকার:

যখন শুনতে পাবে কেউ তোমাকে মন্দ বলছে- তখন মনে করবে, আমার মাঝে কিছু মন্দ দোষত্রুটি রয়েছে। সুতরাং এরূপ ভেবে নিজেকে সকল দোষত্রুটি এবং গোনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করবে। আরও মনে করবে, লোকটি আমার সম্পর্কে যা বলেছে ঠিকই বলেছে। সুতরাং এ জন্য সে বিনিময় পাওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় প্রতিকার:

কেউ কারো দুর্নাম বদনাম করলে ভাবতে হবে, যে আমার দুর্নাম করেছে, সে হয়ত কোনভাবে আমার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে। সুতরাং এরূপ মনে করে তার প্রতি দয়া দেখাবে। তার উপকার করবে। তার সাথে দেখা সাক্ষাত করবে, খাতির তোয়াজ করবে। তা হলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্টি মনোকষ্ট দূর হয়ে তার অন্তর শান্ত স্থিত হবে। পক্ষান্তরে, দুর্নাম বদনাম করেছে বলে তাকে কষ্ট দেবে না, গীবত করবে না, দুর্নাম রটাবে না।

চতুর্থ প্রতিকার:

যদি কেউ তোমাকে মন্দ বলে, তা হলে মনে করবে, সে অহেতুক গোনাহ করেছে। আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাফ করুন। আমিও যদি তার মত গীবত করি, তবে তার অনুরূপ শাস্তি পাব।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যখন জানতে পারতেন, অমুক লোক আমাকে মন্দ বলে, তা হলে তিনি সে লোকের প্রতি অত্যন্ত বিনয় নম্রতা প্রদর্শন করতেন, তার গীবত করতেন না। (মুসনাদে ইমাম আযম)

২. হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা:

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই মানুষ একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর যখন একে অপরের সাথে খারাপ মনোভাব তৈরি হয়, তখনই মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। অতএব আমাদের উচিত গীবতকে পরিহার করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

৩.আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের প্রতি আস্থা:

গীবতকারীকে কেউ এ গর্হিত অপকর্ম থেকে নিষেধ করলে সে বলে, আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম- অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে

দিয়ে দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রহ এবং ক্ষমা গুণের প্রতি অতি আস্থাশীল হয়েও অনেকে গীবতের মত জঘন্য গোনাহে জড়িয়ে পড়ে।

প্রথম প্রতিকার:

এ কথা বুঝা দরকার, আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম- অতিশয় দয়ালু, 'ক্ষমাশীল, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি যে জাব্বার কাহ্হার-অতিশয় প্রতাপশালী, শক্তি ক্ষমতাধিকারী; সুতরাং তিনি যে তাঁর দয়া এবং ক্ষমাশীলতার গুণে শুধু আমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহই করবেন, তাঁর প্রতাপ এবং নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতা গুণ আমাদের উপর প্রয়োগ করবেন না, এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে। নিতান্ত তুচ্ছ কোন গোনাহের কারণেও যদি তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন, তা হলে আমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। পক্ষান্তরে গীবত গোনাহে কবীরা। এর জন্য আল্লাহ তাআলা কোন শাস্তিই দেবেন না- এটা কোন নিশ্চিত বিষয় নয়। যদি আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন তা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে? এ ভয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম কেমন ভীত থাকতেন? নিজেদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি এবং পদস্খলনের জন্য কেমন কান্নাকাটি করতেন? অথচ তাঁদের জাহান্নামী হতে হবে না-এ ব্যাপারে তাঁরা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের বর্ণিত অবস্থা। অথচ আমরা আপাদমস্তক গোনাহে ডুবে আছি, আমাদের কি অবস্থা হবে?

একদিন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ভয়ভীতি ছেয়ে যায়, তিনি কান্নাকাটি আহাজারি করতে করতে পাহাড় জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে যান। -(এহইয়াউল উলূম- আলআম্বিয়াউল খায়েফীন অধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রতিকার:

গীবত করার সময় এও ভাববে, আল্লাহ তাআলা আপন সত্তায় অতিশয় দয়ালু, এবং ক্ষমাশীল বটে, কিন্তু গীবতের গোনাহ মাফ করা না করা বান্দার হক। এ ব্যাপারে বান্দা স্বাধীন। কেয়ামতের দিন যদি কেউ কারো থেকে গীবতের হকপ্রাপ্তির ফরিয়াদ জানায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা নিজের ইনসাফ আর ন্যায়বিচার গুণে ফরিয়াদী বান্দাকে সন্তুষ্ট করবেন।

৪. অহংকার থেকে বিরত থাকা:

অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কেননা আগুন যেমনিভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনিভাবে অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণে মানুষ অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং গীবতে জড়িয়ে পড়ে।

৫. অপরকে তুচ্ছ না ভাবা:

নিজেকে আল্লাহর নগণ্য বান্দা ভাবতে হবে এবং অপরকে বড় হিসেবে দেখতে হবে। কেননা নিজেকে বড় ভাবা এবং অপরকে ছোট ভাবা থেকে অনেক সময় গীবত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।" (সূরা হুজরাত- ১১)

৬.ইবাদতের আধিক্যহেতু অহংকার:

নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার প্রকাশ করা, অধিক ইবাদতের কারণে নিজেকে পূত পবিত্র পুণ্যশীল এবং মোত্তাকী বলে ভাবা, যারা ইবাদত করে না, অথবা কম করে, তাদেরকে জাহান্নামী ভাবা, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গীবত করা, যেমন- এরূপ বলা অমুক লোক ইবাদত করে না, খুবই খারাপ কাজ করে, অমুক লোক খুবই খারাপ, কেননা সে খুবই ঈর্ষাপরায়ণ, অমুক লোক বড় পাপাচারী, কেননা সে দাম্ভিক অহংকারী, অমুক লোক জাহান্নামের যোগ্য, কেননা খুবই গোনাহগার, অমুক লোক যদিও বিচারক কিন্তু খুবই জালেম উল্লিখিত সবই গীবত এবং এসব গীবতের কারণ হল গর্ব অহংকার। কেননা, অহংকারবশতই গীবতকারী নিজেকে সর্বপ্রকার দোষত্রুটিমুক্ত পূত পবিত্র ভাবে। অন্যদের দোষ দেখে, নিজের দোষের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। বেশী ইবাদত করার কারণে নিজেকে জান্নাতী মনে করে, ইবাদত স্বল্পতার কারণে অন্যকে তুচ্ছ অপদস্থ জ্ঞান করে।

নিম্নে উল্লিখিত রূপ অহংকারজনিত গীবতের প্রতিকার উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম প্রতিকার:

অধিক ইবাদতে প্রবৃত্তির পবিত্রতা সাধিত হয় না। ইবাদত আধিক্যের কারণে যদিও মানুষের মধ্যে বাহ্যিক ভাল দিকগুলো এসে যায়, কিন্তু এ অবস্থায়ও আভ্যন্তরীণ ভালটা প্রকাশিত হয় না। কেননা, হয়ত অন্তর ফেরানোর মালিক আল্লাহ তাআলা এবাদত থেকে তার মন ফিরিয়ে দেবেন। ফলে এ অধিক ইবাদত তার জন্য ফলদায়ক হবে না। আর যে ইবাদত কম করে, ইবাদত স্বল্পতার কারণে তার খারাপ হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা, হয়ত এ লোকই মুক্তি পেয়ে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। কারণ, অনেক লোক সারা জীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকে আর মৃত্যুর সময়ে আদিকালে তার ভাগ্যে আল্লাহ নির্ধারিত হেদায়াত উথলে উঠে এবং সে তওবা করে পূত পবিত্র হয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপনীত হয়।

দ্বিতীয় প্রতিকার:

কেউ বেশী ইবাদত করলেও সে জন্য অহংকার না করা, অন্যকে জাহান্নামী মনে করে তার গীবত না করা, তাকে লজ্জিত না করা অত্যাবশ্যক। মনে করবে, কেউই গোনাহমুক্ত নিষ্পাপ নয়। কেননা নিজেই যখন কখনো কখনো গোনাহে লিপ্ত হই, তখন অন্যের গীবত করা, অন্যকে ভর্ৎসনা উপহাস করা, মন্দ ভাবা, হেয় তুচ্ছ জ্ঞান করা অনুচিত।

নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

ইবাদত আধিক্য বা পুণ্যকর্ম প্রকৃতপক্ষে কারো মুক্তিপ্রাপ্তির ভিত্তি । প্রকৃতপক্ষে সুপরিণতিই মুক্তিপ্রাপ্তির ভিত্তি।

এক ফাসাদী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোক মৃত্যুবরণ করে। সে জীবদ্দশায় মানুষকে যে কষ্ট দিয়েছে, এ কষ্টের কারণে কেউই তার জানাযায় আসেনি। তার স্ত্রী মজুরি দিয়ে দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তার জানাযা ঈদগাহে নিয়ে যায়। কেউই তার জানাযার নামায না পড়ায় স্ত্রী তাকে দাফন করার উদ্দেশে জঙ্গলে নিয়ে যায়। জঙ্গলের নিকটেই ছিল এক পাহাড়। সেখানে এক যাহেদ (দুনিয়াবিরাগী) দরবেশ অবস্থান করতেন। তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে এ ফাসাদী ব্যক্তির জানাযা পড়ার ইচ্ছা করেন। এ খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শহরের সব লোকই জানাযার নামাযে একত্রিত হয়। নামায শেষে সবাই যাহেদ ব্যক্তির এ কাজে বিস্ময় প্রকাশ করে- এ মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত ফাসাদী হওয়া সত্ত্বেও যাহেদ তার জানাযার নামায পড়লেন। তখন যাহেদ বললেন, আমার প্রতি এলহাম হয়েছে, এ যে মুর্দারটা আসছে; তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাই আমি তার জানাযার নামায পড়েছি। এ কথায় মানুষ আরো তাজ্জব বনে যায়। তারা বলাবলি করতে লাগল, এহেন ফাসাদী ব্যক্তি কি করে মাফ পেতে পারে! তখন যাহেদ মৃতের স্ত্রীর নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বলল, সে সব সময় মদ্য পান করত। সর্বপ্রকার গোনাহের কাজই সে করত। তবে তার মাঝে তিনটি উত্তম বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হচ্ছে, ভোরে তার অবচেতন অবস্থা দূর হওয়া মাত্রই সে গোসল করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করত, সব সময় দুই একটি এতীমকে নিজের ঘরে রাখত এবং তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করত, মদের নেশা দূরীভূত হলেই সে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ত। সে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমি জানি না, জাহান্নামের কোণসমূহের কোন কোণে তুমি আমাকে নিক্ষেপ করবে? এ শুনে যাহেদ বললেন, এ তিন উত্তম বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। -(এহইয়াউল উলূম-কালামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়)

৭. <u>অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা:</u>

কারো কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঠাট্টা, উপহাস করা থেকে দূরে থাকতে হবে। বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যে বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছি তা গীবতের মধ্যে পড়ছে কি না। যদি তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা এসব করছে তাদেরকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে। এভাবে নিজেকেও

গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং নিজের কর্ণকেও গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে। এ রকম চলতে থাকলে একসময় গীবত বা দোষচর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইন্‌শা আল্লাহ।

প্রতিকার:

হাসিঠাট্টাজনিত কারণে যে মানুষের গীবত করে, তার জানা আবশ্যক, দুনিয়ায় যে অন্যকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, কেয়ামতে সে হাসিঠাট্টার পাত্র হবে। মানুষকে হাসানোর জন্য যদি কেউ দুনিয়ায় অন্যকে ঠাট্টা মস্করা করে, তা হলে আজকে যাকে ঠাট্টা মস্করা করা হচ্ছে, কেয়ামতের দিন সাধারণ সমাবেশে তাকে ঠাট্টা মস্করা করা হবে।

৮.মন্দ ধারণা পোষণ:

কেউ কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলে তার গীবত করে, তার সম্পর্কে অভিযোগ অনুযোগ করে এবং তার দোষক্রুটি বর্ণনা করে।

প্রতিকার:

জেনে রাখা আবশ্যক, কোন, মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ এবং তার গীবত করা নিষিদ্ধ। অকারণে কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ একেবারেই নির্বুদ্ধিতা এবং আহমকীর পরিচায়ক। কেননা, প্রকৃত ব্যাপার অজ্ঞাত। যে বিষয়ে আমরা মন্দ ধারণা পোষণ করে চলেছি, হয়ত তা সে মুসলমানের মাঝে নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الظَّنُّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ

-পোষিত ধারণা কখনও সত্য এবং কখনও বিভ্রান্তিকর হয়। সুতরাং নিছক ধারণার উপর নির্ভর করা অনুচিত। -(তাফসীর দোররে মনসূর)

যদি কেউ কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করে, যে কারণে উক্ত মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে ভাবা উচিত, এ দোষ' বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিরূপে, জানা গেল? কেননা, এ বর্ণনাকারীর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। সে হয়ত মিথ্যা বলছে। উপরন্তু যে কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করে সে গীবত করেছে। আর গীবতকারী ফাসেক-পাপাসক্ত। সুতরাং ফাসেক পাপাচারীর কথার কোন গুরুত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নেই।

যদি স্বয়ং কাউকে কোন পাপাচারে লিপ্ত দেখে তার প্রতি মন্দ ধারণা জন্ম নেয়; যেমন- কেউ কাউকে যেনারত দেখে তার প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তার প্রতি মনে জন্ম নেয়া মন্দ ধারণা প্রতিরোধের পন্থা হল, মনে করবে, হয়ত সে এ থেকে তওবা করেছে। একবার শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়েছে, আরেক বার সে শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছে। কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টির আরেক কারণ হচ্ছে তার মুখনিঃসৃত কথা। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট মন্দ ধারণা প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে; মনে করবে, এ মুসলমান কথিত বাক্যের মর্ম হয়ত অন্য কিছু হবে। কেননা, কারো কোন কথার নির্দোষ মর্ম গ্রহণ করা গেলে সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিপূর্ণ মর্ম গ্রহণ একেবারেই ভুল।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

لَا تَظُنُّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءً وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْمَلاً.

-যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ভাইয়ের মুখনিঃসৃত কোন কথার ভাল মর্ম গ্রহণ সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথার খারাপ অর্থ গ্রহণ অনুচিত। (তাফসীর দোররে মনসূর আহমদ ইবনে হাম্বলের সূত্রে)

৯.<u>সতীর্থদের অনুগমন:</u>

যখন মানুষ দেখতে পায়, দুই চার জন সমবয়স্ক, সতীর্থ বন্ধু-বান্ধব বসে জাগতিক কোন বিষয়ে আলোচনা করছে, মানুষের গীবত নিন্দাবাদ করে। মানসিক আনন্দ উপভোগ করছে, তখন তারও মন চায়, আমি অত্র মজলিসে যাই এবং দুই চারটা কিস্সা কাহিনী শুনাই। এমতাবস্থায় যে শয়তানের অনুগামী হয়, শুধু এ খেয়াল করা

মাত্রই শয়তান তাকে উক্ত মজলিসে নিয়ে যায় এবং তাকে দিয়ে অন্যের গীবত নিন্দাবাদ করায়। আর যে দ্বীনের দিক থেকে কিছুটা অপূর্ণ হয়, শয়তান তার প্রবৃত্তির সাথে লড়াই জুড়ে দেয়। তার অন্তরে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করে। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলে ফেরেশতা বলে, মানুষ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে ঘরের কোণে অবস্থান করা উত্তম। তখন শয়তান তার কানে কানে বলে, নিজের জীবনের উপর কেন এ ধরনের কষ্ট কঠোরতা আরোপ করছ? তোমার সতীর্থ, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কেউ এমনটা করে না। শয়তানের এহেন ফিসফিসানির জবাবে ফেরেশতা তাকে শিখিয়ে দেয়- মানুষের সংসর্গ এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের সমাবেশে গমন একেবারেই ক্ষতিকর। আখেরাতের জন্য সর্বপ্রকারে অনিষ্টকর। তুমি যদি মুহূর্তকালের জন্য নিজেকে মানুষের সংসর্গ এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের সমাবেশে গমন হতে ফিরিয়ে রাখ, তা হলে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ হতে বাঁচিয়ে রাখলে। গীবত হচ্ছে- এমন মজলিসে গমন না করলে আখেরাতের জীবনে তুমি অবশ্যই এর মজা ভোগ করবে। এ সময় যদি তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং বন্ধু বান্ধবের অনুসরণ অনুগমন কর, তা হলে কেয়ামতে এর শাস্তি ভোগ করবে।

সুতরাং এ ব্যক্তি যদি হুশিয়ার, ইবাদতগোজার এবং পুণ্যকর্মশীল হয়, তা হলে সে শয়তানের ফুসলানির উপর ফেরেশতার কথাকে প্রাধান্য দেয়। গীবত চর্চার মজলিসে গমন করে না। আর যদি সে গোনাহে জড়িত থাকে, শয়তানের অনুগত হয়, তা হলে তার প্রবৃত্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা, ফুসলানি মেনে নেয়। সে ভাল কথাকে মন্দ ভাবতে শুরু করে। কেননা, শয়তান হচ্ছে কুকুরের মত। খাদ্য খাবার নেই- এমন জায়গায় কুকুর আসলে

একবার তাড়ালেই ভেগে যায়। আর কোথাও যদি খাদ্য খাবার থাকে, তা হলে একবার তাড়ালেই কুকুর তথা হতে ভেগে যায় না; বরং কয়েক বার

তাড়ালে তবেই ভাগে। অনুরূপ যে প্রবৃত্তি গোনাহ হতে মুক্ত পবিত্র, তা ফেরেশতার এক দুই বার বলাতেই শয়তান তার থেকে পলায়ন করে। আর

যদি গোনাহগার হয়, তা হলে শয়তান তার উপর প্রবল হয়। প্রবলতা লাভ করতে সক্ষম হলে শয়তান মানুষকে খুবই কষ্ট দেয়। এ অবস্থায় সে পলায়ন করলেও যথেষ্ট কষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

প্রতিকার:

কেউ যখন দেখতে পাবে, তার বন্ধু বান্ধব মজলিস জমিয়ে বসেছে, মানুষের গীবত নিন্দাবাদ করছে, তার মনেও চায় সে মজলিসে যেতে, তখন ভাববে, বন্ধু বান্ধব, সতীর্থদের অনুসরণ অনুগমনে কোন ফায়দা নেই; বরং এতে আখেরাতের অনিষ্ট নিহিত রয়েছে। যদি এরূপ ধারণা হয়, যদি আমি বন্ধু বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবাদতে রত হই, তা হলে তাদের কেউ আমাকে অহংকারী, কেউ উদ্ভ্রান্ত পাগল, কেউ বেওকুফ নির্বোধ বলবে; সুতরাং আমারও বন্ধু বান্ধবের মজলিসে অংশগ্রহণ করাই শ্রেয়। তা হলে বন্ধু বান্ধবের উল্লিখিত রূপ অপমানকর উক্তি হতে রক্ষা পাব। তখন এ বলে মনকে বুঝাবে- বন্ধু বান্ধবদের ভর্ৎসনা, তিরস্কার, অপমানকর উক্তি তো সামান্য সময়ের জন্য মাত্র। এর বিনিময়ে আখেরাতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। সুতরাং এখন সামান্য সময়ের জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে প্রতিরুদ্ধ করে রাখা কর্তব্য, তা হলে হাশরের ময়দানে এর সওয়াব লাভ করব। সামান্য সময়ের আনন্দ খুশীর জন্য সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে লালনকারীদের সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-

স্বপ্রবৃত্তিকে আরাম আয়েশে লালনকারী নিত্যদিন নিজের শত্রুকেই শক্তিশালী বানায়। জনৈক ব্যক্তি একটি নেকড়ের বাচ্চা পালন করেছিল। বড় হয়ে সেটি তার মালিককেই চিরে ফেলে।

অতএব, ভাবার বিষয়, চিকিৎসক যখন রোগীকে বলে, তিন দিন পর্যন্ত খাদ্য খাবার গ্রহণ না করলে তুমি এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে, 'নয়তো তোমার রোগ আরও কঠিন হয়ে পড়বে। অবশেষে আফসোস অনুশোচনা করবে। শুধু ডাক্তারের উপর একবার বিশ্বাস করেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তিন দিন অভুক্ত থাকতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

১০. যার দোষ তাকেই বলা:

কারো কোন ভুল-ত্রুটি হতে দেখলে সাহস করে দ্রুত তাকে তা জানাতে হবে যাতে করে সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।

১১. অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা:

বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট করা থেকেই গীবতের সূত্রপাত। তাই গীবত বা দোষচর্চার মত মারাত্মক অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যে সময়টুকু অবসর পাওয়া যায় সে সময়টুকু আল্লাহর যিকিরে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে এর দ্বারা একদিকে নিজেকে গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে, আবার অপরদিকে আল্লাহর যিকির করার কারণে অসংখ্য সওয়াবও অর্জিত হবে।

১২. গীবত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা:

কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করতে হবে, যাতে করে কোনটা গীবত আর কোনটা গীবত না তা যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত করে গীবতের মত বড় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যায়।

১৩. আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকা:

আত্মপ্রশংসা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবা করতে হবে।

১৪. প্রতিটি কথা রেকর্ড হয় এ কথা মনে রাখা:

মনে রাখতে হবে যে, আমরা যাই বলিনা কেন তা আল্লাহর ফেরেশতারা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আর এ জন্য আমাদেরকে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"স্মরণ রেখো! দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য অতন্দ্র প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (সূরা কাফ- ১৭, ১৮)

১৫. কথা কম বলা ও চিন্তা-গবেষণা বেশি করা:

কথা কম বলে চিন্তা-গবেষণা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং হাসি-তামাশা থেকে দূরে থেকে রাসূলের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে সেমাক রাসূলকে বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা এ কে জিজ্ঞেস করি আপনি কি রাসূল ﷺ এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারপর বললেন, রাসূল দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন, অল্প হাসতেন, তাঁর সাথীরা কবিতা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনাকালীন সময়ে তিনি হাসতেন, তবে মুচকি হাসতেন। (সুনানুলকুবরা লিল বায়হাকী হা: ২১৬৪৮)
সুতরাং যারা রাসূলের উম্মত এবং রাসূল কে ভালবাসে ও তাকে অনুসরণ করে তাদের উচিত ভাল কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা।

১৬. কুরআনের সাথে সময় ব্যয় করা:

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। প্রতিদিন বুঝে বুঝে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পড় যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে পড়তে। তোমার স্থান শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে, যা তুমি পড়েছিলে। যখনই কুরআন শুনতে পাওয়া যাবে তখনই কথা না বলে তা শ্রবণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে করে তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হয়।
(সূরা আরাফ- ২০৪)

১৭. যাচাই বাছাই করে কথা বলা:

আমাদের নিকট শুনা বা লিখিতভাবে যেসব খবর পৌঁছে থাকে তা যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে বৈধ পন্থায় অপরের কাছে বলার এবং পৌছানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা এতে মিথ্যা কথা হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল বলেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই প্রচার করে।" (মুসলিম হা: ৭)

১৮. গীবত প্রতিহত করা এবং তা শুনা থেকে বিরত থাকা:

যখন কোন ব্যক্তি কারো গীবত শুরু করে তখনই শ্রোতার উচিত হল গীবতকারীকে গীবতের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া এবং এ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া। যাতে করে গীবত শুনার অপরাধ থেকে বাঁচানো যায়। কেননা কিয়ামতের দিন গীবত শ্রবণের অপরাধে পাকড়াও করা হবে।

গীবত শুনলে যা করা উচিত

জেনে রাখা উচিত, গীবত করা যেমন হরাম, তেমনি শুনাও হারাম। তাই কেউ কারো গীবত করলে তা শুনা, তাকে বাধা না দেয়া এবং অন্য মুসলমানের সম্মানহানিতে আনন্দিত হওয়া বিরাট গোনাহ। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغَيْبَةِ وَاسْتِمَاعُ الْغَيْبَةِ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবত করতে এবং গীবত শুনতে নিষেধ করেছেন। (সীরাতে আহমদিয়া আফাতুল আযান অধ্যায়)

কেউ কারো গীবত করতে থাকলে শ্রোতার করণীয়-

১. ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বাধা দেওয়া।

গীবতকারীকে কথার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ দেবে, গীবত করতে নিষেধ করবে। অথবা হাত বা চোখের ইশারায় অন্যমুসলমানের গীবত করতে নিষেধ করবে। শাসক বা প্রভাবশালীদের ভয়ে নিষেধ করা সম্ভব না হলে নিজে মজলিস ছেড়ে চলে যাবে। এও সম্ভব না হলে মনে মনে গীবতকে মন্দ জানবে। গীবতের প্রতি সন্তুষ্টি দেখিয়ে চুপচাপ মজলিসে বসে থাকবে না।

২. গীবতকৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, যাতে গীবতকারী তার কথা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তার সাহায্যে এগিয়ে আসা আবশ্যক, যাতে গীবতকারী অন্য মুসলমানের গীবত হতে বিরত হয়। অন্যথায় কেয়ামতের দিন সে অপদস্থ অপমানিত এবং খুবই দুঃখিত অনুতপ্ত হবে।

৩. গীবতকারীকে বিশ্বাস না করা। কেননা গীবত একটি মহাপাপ। তাই গীবতকারী কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না।

৪. গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা না করা।

গীবতকৃতের যেসব মন্দ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস না করা। মনে করবে, গীবতকারী একটি কবীরা গোনাহ করেছে। সুতরাং কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির কোন কথা ধর্তব্য নয়। সম্ভবতঃ যার গীবত করা হয়েছে, তার সাথে গীবতকারীর কোন শত্রুতা রয়েছে, তাই তার মন্দ দিকগুলোই বর্ণনা করছে। সুতরাং এসব মন্দ বিষয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়া অনিশ্চিত।

৫. গীবতের কথা শুনে এগুলো অন্যের কাছে প্রচার না করা।

কারো গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে নিজেও তাতে শরীক হয়ে মুসলমান ভাইয়ের দোষ আরও বেশী করে প্রকাশ না করা; বরং মনে করবে, গীবতকারী আল্লাহ তাআলার

নিকট নিন্দিত তিরস্কৃত। তার অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিও ক্ষ্যাপে যাবেন এবং হাশরের দিন আমাকে আযাব দেবেন।

গীবত প্রতিহত করার ফযীলত

অন্যায় কাজকে প্রতিহত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্যেরই নামান্তর। আর গীবত যেহেতু একটি বিশেষ অন্যায় কাজ, তাই তা প্রতিহত করার ফযীলতও বিশেষ ধরণের। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে সাহায্য করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সাহায্য করবেন।

রাসূল বলেন-

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে অর্থাৎ গীবত হতে থাকলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা করবেন।" (তিরমিযী হা: ২০৫৬)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَذَابَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- যে কোন মুসলমানের সম্মানহানিতে বাধা দেবে, এর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার থেকে আযাব প্রতিরুদ্ধ করে দেবেন এবং আপন রহমতে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।
-(আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

--যে কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখেরাতে তাকে সাহায্য করবেন।-(ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ ذَبٌ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَعْتِقَه ُ مِنَ النَّارِ -যে মুসলমানের সম্মান বিনষ্টি, সম্মানহানি হতে লোকদেরকে বাধা দেবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া আল্লাহ তাআলার উপর হক হয়ে যাবে। -(আহমদ বিন হাম্বলের সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ أَذَلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَقْدِرُ أَنْ يَنْصُرُهُ فَلَمْ يَنْصُرُهُ أَذَلَّ الله على روسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
যার সামনে কোন মুসলমানকে অপদস্থ হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, আর সে শক্তি থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করে না, কেয়ামতের দিন সর্বসৃষ্টির সম্মুখে আল্লাহ তাআলা তাকে অপদস্থ করবেন।
-(জামেয়ে সগীর ফী হাদীসে বাশীরিন নাযীর)

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। কারণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

২. গীবত করা অপর মুসলিম ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করল সে এ অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকল।

৩. গীবতের ফলে ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করল সে তার আমলকে রক্ষা করল।

৪. গীবতের মাধ্যমে অপর ব্যক্তিকে আহত করে। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করল সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকল।

৫. যে ব্যক্তি নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণ করে না সে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করলে নিজেকে অপমান থেকে বাঁচানো যায়।

৬. গীবত করলে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। তাই গীবত থেকে বেঁচে থাকলে, অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা জন্মাবে না এবং মুসলিম ঐক্যে সৃষ্টি হয়।

৭. প্রত্যেক মুসলমানের নিকট অপর মুসলিম ভাইয়ের মান-সম্মান তার নিকট আমানতস্বরূপ। আর গীবত করলে সে আমানতের খিয়ানত করা হয়। অতএব গীবত না করলে অপর মুসলিম ভাইয়ের আমানত রক্ষা করা হয়।

৮. যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্যের দোষ প্রকাশ করবে না আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ প্রকাশ করবেন না। অতএব যে দূরে থাকবে সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে না।

৯. গীবত করলে সামাজিক শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। তাই গীবত সামাজিক শংখলা অটুট থাকবে।

১০. কবরের আযাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে গীবত। অতএব গীবত ত্যাগ করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

১১. গীবত করলে শয়তান আনন্দিত হয় এবং সে তার প্রতি দ্রুত প্রাধান্য লাভ করে। আর গীবত ত্যাগ করলে শয়তান সে সুযোগ পায় না।

১২. গীবতকারীর শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আর গীবত ত্যাগ করলে শত্রুতা কমে যায়।

গীবতের গুনাহ মোচনের উপায়

সব ধরণের অন্যায় থেকে নিজেকে হেফাযত রাখা মুমিনের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং গীবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য কারো দ্বারা যদি এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ক্ষতিপূরণের দিক থেকে গুনাহ দুই প্রকার:

(ক) আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ

(খ) বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ।

(ক) আল্লাহর হক: যা আল্লাহর হকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করা। এধরনের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে এবং খাঁটিভাবে তওবা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করতে পারেন। আর আল্লাহ ক্ষমা না করলে তিনি যে শাস্তি দেবেন তা ভোগ করতে হবে।

(খ) বান্দার হক: যে গুনাহ বান্দার হকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। দুনিয়াতে থাকতেই হকদারের সাথে এর মিমাংসা করে নিতে হবে। হয়ত তার হক ফেরত দিতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না। আর গীবত হল বান্দার হক। তাই যে গীবত করেছে তার উচিত হবে, সে যার গীবত করেছে দুনিয়াতে থাকতেই তার নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। নতুবা গীবতকারীর নেকী সে যার গীবত করেছে তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

গীবতকারীকে ক্ষমা করা

কেউ ক্ষমা চাইলে তকে ক্ষমা করা উচিত। যেহেতু তিনটি গুণ খুবই উত্তম: تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ

১. যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দেবে।
২. যে তোমার প্রতি যুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।
৩. যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে। (বায়হাকী- ৭৫৮৪)

চোগলখোরি কাকে বলে?

"চোগলখোরি হচ্ছে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির দোষ অপর ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করা।" ইমাম নববী (রহ.) বর্ণনা করেন, "ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌছানোকেই চোগলখোরি বলে।" গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক অপরাধ। যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দোষ বলে বেড়ানোকে গীবত বলে। আর দু'ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলাকে চোগলখোরি বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবতও রয়েছে।

চোগলখোরির ভয়াবহ পরিণাম

চোগলখোরের অনুসরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন:
যারা চোগলখোরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট বান্দা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ

"তার অনুসরণ করো না যে কথায় কথায় শপথ করে, যে অতি নগণ্য, দোষারোপকারী ও চোগলখোরি করে বেড়ায়।" (সূরা কালাম- ১০, ১১)

চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না:

قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

হুযায়ফা এ বললেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, চোগলাগার জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী হা: ৫৬২১, মুসলিম হা: ২০০)

চোগলখোরির কারণে কবরে ভয়াবহ শাস্তি হবে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي

بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هُذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, রাসূল দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, কবরের এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন মারাত্মক গুনাহের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করছে না। তাদের একজনের অপরাধ হল, সে প্রস্রাব থেকে পর্দা করত না অথবা প্রস্রাবের ছিটা থেকে সর্তক থাকত না এবং অপরজনের অপরাধ হল, সে চোগলখোরি করে বেড়াত। অতঃপর নবী একটি তাজা খেজুরের ডাল হাতে নিলেন এবং এটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'কবরে পুঁতে দিলেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমনটি কেন করলেন? তখন তিনি বললেন, আমি আশা

রাখি যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি ডাল তাজা থাকবে ততক্ষণ কবরের শাস্তি হালকা থাকবে।" (বুখারী হা: ২১৮)

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, চোগলখোরি মারাত্মক গুনাহের কাজ। চোগলখোরির কারণে কবরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই আমাদের উচিত চোগলখোরি থেকে বিরত থাকা।

চোগলখোর সম্পর্কে কতিপয় সাবধানতা

১. চোগলখোরকে বিশ্বাস করবে না। কেননা চোগলখোরের খবর গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন "যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত না হও।" (সূরা হুজরাত-৬)

২. চোগলখোরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে হবে এবং তার কাজ যে খারাপ তা তাকে বুঝাতে হবে। ৩. যার সম্পর্কে চোগলখোরি করা হবে তার সম্পর্কে খারাপ ধারনা করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"

তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান করা পাপ (সূরা হুজরাত-১২)

কথা বলার আদব

কথা বলার কিছু আদব বা নিয়ম আছে যা মেনে চললে কথার মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। নিম্নে এসব নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১. যেসব কথার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কোন লাভ নেই সেসব কথা মুখ দিয়ে বের করা উচিত নয়।

২. সর্বাবস্থায় উত্তেজনামূলক কথা পরিহার করতে হবে।

৩. কথা বলার আগে চিন্তা করে নিতে হবে যে, আমি কী বলছি আর এর প্রভাব কী হবে? কেননা, কোন কোন সময় হালকাভাবে এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, যার কারণে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সবসময় পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে।

৪. যাচাই বাছাই ও প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বলা উচিত নয়। কেননা এর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে।

৫. কোন প্রসঙ্গ বুঝাতে গিয়ে অতিরিক্ত কথা বলা পরিহার করতে হবে।

৬. কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কথা এত দীর্ঘ না হয়, যাতে শ্রোতা বিরক্ত হয় আবার এত সংক্ষিপ্ত যেন না হয় যে, শ্রোতা কথার অর্থই বুঝবে না।

৭. কথা পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট করে বলতে হবে। যাতে অন্যরা সহজে বুঝতে পারে।

৮. কেউ কেউ কিছু কথা খুব জোরে বলে, আবার কিছু কথা আস্তে বলে। এতে কোনটা শুনা যায় আবার কোনটা শুনা যায় না, শ্রোতারা দ্বিধাগ্রস্ত
হয়ে যায়। তাই কথার প্রতিটি অংশকেই স্পষ্ট করে বলতে হবে।
আনাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূল (সাঃ) যখন কথা বলতেন তখন তিন বার পুনরাবৃত্তি করতেন (যেন সবাই বুঝতে পারে)। (বুখারী হা: ৯৪)

৯. গীবত, চোগলখোরী ও মুনাফিকী পরিহার করতে হবে।

১০. যদি কেউ গালি দেয় বা কটু কথা বলে তাহলে তার জওয়াব সেভাবে দেয়া যাবে না বরং উত্তম কথায় তার জওয়াব দিতে হবে, যাতে সে আরো উত্তেজিত না হয় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারে।

১১. কারো সাথে অহেতুক বিতর্কে জড়ানো যাবে না। যদি প্রতিপক্ষ যুক্তিপ্রমাণ না মানে তাহলে সেখানে চুপ থাকতে হবে।

১২. কেউ কথা বলার সময় তার কথার মাঝখানে কথা বলবে না বরং শ্রবণ

করবে, পরে সুন্দর ভাষায় এর উত্তর দেবে।

১৩. আস্তে কথা বলতে হবে। কেননা আস্তে কথা বলা তাকওয়ার পরিচয় বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير"

তোমার চলাফেরায় মধ্যম পন্থা অবলম্বণ কর এবং তোমার স্বরকে নীচু কর। নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গাঁধার স্বরই সবচেয়ে অপছন্দনীয়।"(সূরা লুকমান- ১৯)

১৪. মেয়েরা পুরুষদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে না। কারণ এতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কোন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পরপুরুষের সাথে) কথা বলার সময় এমনভাবে কোমল কণ্ঠে কথা বল না যাতে যার অন্তরে (কু-প্রবৃত্তির) রোগ রয়েছে সে লালায়িত হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।" (সূরা আহযাব-৩২)

১৫. মন্দ কথা পরিহার করতে হবে। কেননা শয়তান মন্দ কথার উস্কানি দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"আমার বান্দাদেরকে উত্তম কথা বলতে বলো। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বনী ইসরাঈল- ৫৩)

১৬. অশ্লীল কথাবার্তা পরিহার করতে হবে। কেননা অশ্লীল কথাবার্তা বলা মুনাফিকদের কাজ। আবু উমামা বলেন, রাসূল বলেছেন, লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা। আর অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা মুনাফিকীর দু'টি শাখা। (তিরমিযী হা: ২০২৭)

১৭. সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে, কখনও মিথ্যা বলা যাবে না। কেননা সকল পাপের উৎস হচ্ছে মিথ্যা। যে মিথ্যা বলতে পারে পাপের এমন কোন কাজ নেই যা সে করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ

"সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক।" (সূরা হাজ্জ-৩০)

সর্বোপরি, কথা বলার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সর্বদা ভাল কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। আর এমনসব কথা বলা থেকে দূরে থাকা যা দ্বারা আল্লাহ রাগান্বিত হন।

তওবার গুরুত্ব

বান্দা কর্তৃক পাপ সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে পাপ থেকে ফিরে আসতে হবে তাহলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সেই পাপকে ক্ষমা করে দেবেন। এজন্য তওবার গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব বান্দারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না। বরং তিনি সেসব বান্দাদের বেশি ভালবাসেন, যারা সর্বদা নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং বেশি বেশি তওবা করে থাকে।

পাপ মোচনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে তওবা। এমন কোন পাপ নেই যা আল্লাহ তা'আলা তওবার মাধ্যমে ক্ষমা করেন না। বান্দার পাপের পরিমাণ যদি আকাশচুম্বী হয় তবুও তিনি তওবার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"বল হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার- ৫৩)

তওবা হচ্ছে একটি ইবাদাত। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর আদেশকে মান্য করা হয়। আর যা দ্বারা আল্লাহর আদেশ মান্য করা হয় তাই ইবাদাত। সর্বোপরি বান্দার পাপকর্মের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তওবার গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নিজেই তওবা কবুলের ঘোষণা দিয়েছেন, সেহেতু প্রত্যেক মুমিন বান্দার কর্তব্য হল সবসময় তওবা ও ইস্তেগফার করা। কেননা জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। মানুষ হিসেবে তাকে যেকোন সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর সে যদি তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরে ভীষণ আযাব ভোগ করতে হবে।

আর পরকালেও এজন্য ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য প্রতিদিনই খালিস নিয়তে তওবা করা অতীব জরুরি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন!

তওবা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيمًا

"তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা নিসা- ১০৬)

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা মুয্যাম্মিল- ২০)

আল্লাহ ক্ষমার ওয়াদা দিয়েছেন:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার রয়েছে।" (সূরা মায়িদা- ৯)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"এ লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের সাথে মাগফিরাত ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা ফাৎহ- ২৯)

আল্লাহ মানুষকে ক্ষমার দিকে ডাকেন:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

"আল্লাহ স্বেচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন। এবং তাঁর আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য বর্ণনা করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা বাকারা- ২২১)

তওবা না করার পরিণাম

তওবা আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত, যা তিনি স্বেচ্ছায় নিজ বান্দাদেরকে দান করেছেন। তাই বান্দা যদি আল্লাহর দেয়া এ নিয়ামতকে গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। আর বান্দা যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয়। সেহেতু সে যদি তওবা না করে তবে তার সে গুনাহ তো থেকেই যাবে এবং এজন্য তাকে পরকালে ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তওবা না করার পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

যারা তওবা করে না তারা যালিম:

وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আর যারা পাপকর্ম থেকে ফিরে আসে না (তওবা করে না) তারাই যালিম।" (সূরা হুজুরাত- ১১)

এরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"যারা ঈমানদার নর-নারীর উপর যুলুম করেছে এবং পরে তওবাও করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণা।" (সূরা বুরূজ- ১০)

তওবা না করাতে আল্লাহর তিরস্কার:

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"(সূরা মায়িদা- ৭৪)

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

"তারা কি দেখে না যে, তাদেরকে প্রতি বৎসর একবার বা দু'বার বিপর্যস্ত করা হয়? এরপরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।"(সূরা তওবা- ১২৬)

তওবা কবুলের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ আদম (আঃ) এর তওবা কবুল করেছেন:

অভিশপ্ত শয়তান যখন আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে আদমকে সিজদা করল না এবং লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল না। বরং তার পরিবর্তে যুক্তি উপস্থাপন করে সে আল্লাহ তা'আলার আদেশকেই অশুদ্ধ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। যার কারণে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছে।

পক্ষান্তরে আদম (আঃ) যখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে ফেলেন, তখন তিনি যুক্তি প্রদর্শন করার পরিবর্তে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে মানুষের জন্য তওবা কবুলের এক দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন-

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"অতঃপর আদম তাঁর রবের পক্ষ হতে কতিপয় বাক্য শিক্ষা করলেন (তওবা করলেন), আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করলেন, তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (সূরা বাকারা- ৩৭)
কোন গুনাহ হয়ে গেলে তা প্রচার করা ঠিক নয়। যদি কারো দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُوْلَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْه

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, "আমার সকল উম্মত নিরাপদে রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু সেসব লোক ব্যতীত যারা প্রকাশ্যে পাপ করে বেড়ায়।

সে রাত্রিবেলা কোন পাপকর্ম করে তারপর সকালে বলে বেড়ায় যে, হে অমুক! আমি গত রাতে অমুক অমুক পাপকর্ম
করেছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার পাপ গোপন রেখেছিলেন।"
(বুখারী হা: ৬০৬৯, মুসলিম হা: ৭৬৭৬)

অতএব কোন মুমিন বান্দার জন্য নিজ গুনাহ অন্যের কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। সে যদি নিজ গুনাহ মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখে, তবে আল্লাহ তা'আলাও তার গুনাহ গোপন রাখবেন।

কোন পাপকে হালকা মনে করা যাবে না

অত্যন্ত নগণ্য ও সূক্ষ্ম গুনাহ থেকেও নিজেকে বিরত রাখা কর্তব্য। কেননা এসব গুনাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যারা আমাদের গুনাহসমূহ লিখে রাখেন। অতএব আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, আমি আজকে যেসব গুনাহকে হালকা মনে করছি তা যদি একটি একটি করে জমা হতে থাকে তবে ভবিষ্যতে বড় আকার ধারণ করবে।
দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকাল অনেকেই পাপকে অবহেলা করে সর্বদা বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। তাদেরকে যদি বলা হয়, তুমি এ কাজ করলে কেন? তখন তারা উত্তর দেয় যে, এতে খারাপের কী আছে?
এটা তো সকলেই করে থাকে। এভাবে তারা পাপকে হালকা মনে করে উল্টো আরো নানা যুক্তি দাঁড় করায়। গুনাহ ছোট হলেও এর প্রভাব মারাত্মক।

ক্ষমাপ্রার্থনার কতিপয় দো'আ

এমন কতগুলো দো'আ রয়েছে যেগুলো উচ্চারণ করার মাধ্যমে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। যেমন-

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুল করি অথবা ভুলে যায় তবে আমাদেরকে পাড়াও করো না। হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যা আমাদের পূর্ববর্তীদের দিয়েছেন। আর আমাদের উপর এমন ভার দেবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে কাফিরদের উপর সাহায্য করুন।" (সূরা বাক্বারা- ২৮৬)

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار

"হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে আহবান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা ঈমান এনেছি; হে আমাদের রব! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন আর আমাদের গুনাহগুলো মুছে দিন এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যুদান করুন।" (সূরা আলে ইমরান- ১৯৩)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

বল, 'হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা মু'মিনূন- ১১৮)

আদম ও হাওয়া (আ:) যে দো'আ করে ক্ষমা চেয়েছিলেন:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেবকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (সূরা আ'রাফ- ২৩)

মহানবী বলেন, কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত বাক্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি তার গুনাহসমূহ মাফ করেন, এমনকি তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মতো গুনাহ হলেও।

اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করি।"
(আবু দাউদ হা: ১৫১৯, তিরমিযী হা: ৩৫৭৭)

তওবার উপর অটল থাকার পদ্ধতি

১. সর্বদা পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত রাখা।

২. পাপ ও তার কুফলের কদর্যতা অনুভব করা।

৩. তাহাজ্জুদের নামায পড়ে সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করা, যাতে করে পুনরায় পাপে জড়িয়ে না পড়তে হয়।

৪. হারাম দ্রব্যাদি যা সংগ্রহে আছে তা নষ্ট করে ফেলা। যেমন, মাদকদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি ও প্রাণীর ছবি এবং ইসলাম বিরোধী সাহিত্য ও ভাস্কর্য ইত্যাদি। এগুলো ভেঙ্গে ফেলা, নষ্ট করা অথবা পুড়িয়ে ফেলা জরুরি।

৫. ভাল ও উপকারী কাজে নিজের সময় ব্যয় করা- যাতে শয়তানী কাজের সুযোগ হাতে না থাকে।

৫. ভাল ও উপকারী কাজে নিজের সময় ব্যয় করা- যাতে শয়তানী কাজের সুযোগ হাতে না থাকে।

৬. সৎপথে অবিচল থাকার জন্য সহায়ক বন্ধু নির্বাচন করা- যারা দুষ্ট বন্ধুদের বিকল্প হবে।

৭. যে পাপ কাজে সহযোগিতা করে বা উৎসাহ দেয় তার থেকে দূরে থাকা। কেননা যে পাপ কাজে সহযোগিতা করে সে কখনো প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। মূলত সে-ই হচ্ছে প্রকৃত শত্রু। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"পরহেযগার বন্ধু ছাড়া অন্য সকল বন্ধু সেদিন শত্রু হয়ে যাবে।"(সূরা যুখরুফ-৬৭) এসব বন্ধুরা কিয়ামতের দিন একে অপরকে অভিশাপ দেবে আর উক্ত সৎ বন্ধুদের দেখে আফসোস করবে। অতএব আল্লাহর পথের পথিক হিসেবে আমাদের উচিত সেসব বন্ধুদের অনিষ্ট থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিরত রাখা এবং অপরকে সতর্ক করা। সম্ভব হলে তাদেরকে সংশোধন করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। আর শয়তানের প্ররোচণা থেকে সতর্ক থাকা। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেকে পুরনো বন্ধুর সাথে সম্পর্ক গড়তে গিয়ে আবার পাপের পথে ফিরে গেছে।

কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর

প্রশ্ন:১

আপনি হঠাৎ গীবত করে ফেলেছেন? কিন্তু যার গীবত করেছেন তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারবেন না, তাহলে কীভাবে ক্ষমা পাবেন তা নিয়ে চিন্তিত?

.

শাইখ সালীহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন, "গীবতকারী ব্যক্তি তাওবাহ করবে এবং আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যদি গীবতকারী এটি জানে যে, তার গীবত ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছেছে যার সম্পর্কে সে গীবত করেছে তাহলে তার উচিত ঐ

ব্যক্তির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। আর যদি গীবতকারী তা না জানে, তাহলে সে ঐ ব্যক্তিকে এটি জানাবে না[অর্থাৎ, সে যে গীবত করেছে তা জানাবে না], বরং সে ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও দু'আ করবে, এবং সে ঐ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অন্যান্য মানুষের কাছে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করবে।"
https://islamqa.info/ar/23328

প্রশ্ন:২

আসসালামু আলাইকুম । হুজুর আমি নামাজ পড়তে ছিলাম তখন পাশের রুম থেকে দুই জন অন্যকে নিয়ে কথা বলতে ছিল । সেই ব্যক্তিটির ব্যাপারে কথা টি প্রায় এইরকম ছিল " আমি থাকে বোনের মত ভেবে ছিলাম কিন্তু সে আমাকে শেষ করল " । আমি তখন নামাজ ছোট করে শেষ করে চলে যায় । এখন প্রশ্ন হল :
1. নামাজের অবস্থায় গীবত শুনলে কি করা উচিত? নামাজ ছেড়ে দেওয়া নাকি নামাজ শেষ করে চলে যাওয়া?
2. গীবত করর স্থান এ না থাকা অবস্থায়ও কি আমার গীবত হবে?

3. আমি যদি যার গীবত করা হচ্ছে সে আজও সেই দোষ করেছে কিনা না জানি তাহলেও কি গীবত হবে ? উপরুক্ত অবাস্থাই আমার গীবত হবে । যার গীবত করা হচ্ছে সে আমার বোনের দেবরের স্ত্রী।
4. সে ওই কথাটি বলা এবং আমার নামাজ শেষ করার মধ্যে কিছু সময় ছিল এর মধ্যে আর গীবত করেছে কিনা জানি না কারণ আমি শুনি নাই । আমি নামাজ শেষ করার মধ্যে ছিলাম। এক্ষেত্রেও কি গীবত হবে ?

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জবাবঃ-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى الخ

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে নিকটবর্তী আত্নীয়ও হয়।

(সূরা ফাতির-১৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।(সূরা বাকারা-১৮৬)

উসূলে ফিকহের মূলনীতি হলো,

الأمور بمقاصدها-(شرح المجلة لسليم رستم باز)

প্রত্যেক কাজ তার উদ্দেশ্যর উপর নির্ভরশীল।এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন- https://www.ifatwa.info/1266

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

যেহেতু গীবত শ্রবণ করা আপনার ইচ্ছা নয়,বরং আপনি যেহেতু অনিচ্ছাকৃতভাবে গীবত শুনেছেন, তাই আপনার কোনো গোনাহ হবে না।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM)

উপসংহার

আমি এমন কিছু মহিলা দেখেছি, যারা একটা সময় অন্যের সন্তানের দোষ ত্রুটি মানুষকে বলে বেড়িয়েছিল (অমুকে প্রেম করে, তমুকে বিয়ের আগেই....!), আর এখন তাদের সন্তানরাই এই একই গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে নাই। হাফেজ, আলেম অথচ মানুষের কাছে বেজ্জতি হতে হচ্ছে হারাম সম্পর্কের জন্য!

জবান দিয়ে মানুষের হক নষ্ট করলে সেটার খেসারত খুব বাজে ভাবে দিতে হয়। এর কোনো মাফ নাই। দিতে হবেই হবে মউতের আগেই।

আমরা অনেকে মনে করি যা বলছি সত্যই তো বলছি তাই গীবত হবে না। কিন্তু না, সত্য হোক আর মিথ্যা, কারও দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা মানেই গীবত। আর গীবত মানেই রেহাই নাই!

*হিসেবের খাতা খুলে বসেছিলাম,,,,,

হিসেব করে মনে হল , আরেহ! আমি তো বেশ ভালোই আছি! ফরজ নামাজ ঠিক মতো পড়ি। ইশরাকের নামাজ পড়ি, চাশতের নামাজ পড়ি, প্রতিদিন পৃষ্ঠা ভরে তিলাওয়াত করি! সুযোগ মতো দান সদকা করি! আর কি লাগে! জান্নাতে যাওয়া তো সহজ!

কিন্তু হঠাৎ কে যেন মনে ধরিয়ে দিল কুরআনে আয়াত ,

"লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, “আমরা ঈমান এনেছি” কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?"

(~আনকাবুত :১)

পরীক্ষা করা হবে! ভাবতে লাগলাম আমাকে কি পরীক্ষা করা হচ্ছে? আমি কেমন পরীক্ষা দিচ্ছি?

হিসেবে পাতায় কালো ছায়া দেখা দিল...

আমি দেখলাম , আমি তো কুরআন তিলাওয়াত করি। কিন্তু অর্থ বুঝে পড়ি না! আবার অর্থ বুঝে পড়লেও সে অনুযায়ী আমল করি না! আবার নিজে আমল করলেও অন্যকে দাওয়াত দেই না! আমিতো ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেলাম!

"নিশ্চয়ই মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।" (~আসর :২-৩)

আমি দেখলাম , আমি তো সত্য কথা বলি। স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড! সবসময় সামনেই মানুষকে দোষ বলে দেই।কাউকে ছেড়ে দিয়ে কথা বলি না! অথবা সামনে বলতে না পারলেও পেছনে বলি! গীবত কি করি!? সত্যি কথাই তো বলি! হায়! আমি তো লুমাযাহ হয়ে গেলাম! ধ্বংসের কাতারে পড়ে গেলাম!

"ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।" (~হুমাযাহ:১)

আমি দেখলাম , আমি তো একটু বেশি খোঁজ খবর নেই। ফোনে কথা বলতে নিলে সময়ের হুশ থাকে না। দাঁড়ি কমা সহ আমাকে সব কথা বলতে হয় এবং শুনতে হয়। আমার বাসায় কেউ এলে আমি খোঁজ খবর নিতে এতই মশগুল হয়ে যাই যে আমার দ্বীনি দাওয়াতের কথা মনে থাকে না! আমি দুনিয়া নিয়ে গল্পে মাতি! কার বাড়ি আছে

, কার কতো জমি আছে, কে কার ছেলে মেয়েকে কোথায় বিয়ে দিল, কে কার বিয়েতে কি গিফট দিল ,আরো কত কি!! অথচ এগুলো আমার কোনো কাজেই আসবে না! আচ্ছা আমি কি মুমিন হতে পারলাম!?

"নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা। যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবত হয়।যারা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।" (মু'মিনুন: ১-৩)

আমি প্রতিবেশী - আত্মীয়দের সাথে ধন সম্পদের প্রতিযোগিতায় মেতে থাকি। আমার বিল্ডিং সবচেয়ে উঁচু হওয়া চাই! আমি যেন ভোগবিলাসে কারো চেয়ে পিছিয়ে না থাকি! ওর যে বিলাস সামগ্রী আছে আমার তা চাই! অথচ...

"....আর এ দুনিয়াটা তো নিছক খেল তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।।"(ইমরান:১৮৫)

আমি দেখলাম ,আমি পদে পদে অহেতুক ধারণা পোষণ করি!গীবত করি।দোষ খুঁজে বেড়াই! অথচ...

"হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ। দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?..." (হুজরাত :১৩)

আমি দেখলাম , আমার দান সদকা তো কাজেই লাগছে না। কারণ আমি কাউকে দান করে আবার বলে বেড়াই! 'এত টাকা দিলাম! এত টাকা দিয়ে এটা দিলাম! এত টাকার বাজার খরচ করলাম!' অথচ ...

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন দুঃখ, মর্মবেদনা ও ভয় নেই।" (বাকারা:২৬২)

ভয়ে হিসেবের খাতা বন্ধ করলাম! পাহাড় সমান হয়ে উপচে পড়বে যে!

হে প্রভু! তুমি তো আমার ঘাড়ের রগের চেয়েও আমার কাছে! আমার প্রতি দয়া করো! আমাদের পাপের চাইতে তো তোমার রহমতের বিশালতা অধিক! আমাকে ক্ষমা করো মওলা! পাপের বোঝা হালকা করো! পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে প্রশান্ত আত্মা সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তৌফিক দিও মা'বুদ!

আল্লাহ হুম্মা আমীন।

সহায়ক গ্রন্থ:

গীবত
ইমাম গাযালী (র)
সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

গীবত বা পরনিন্দা
সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র)

গীবত ও তওবা
গীবতের ভয়াবহ পরিণতি, গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি
সম্পাদনা ও সংকলনে
মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল
শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী

চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব
খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)
আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

গীবত
ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়
মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

গীবত
মূল : সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখভী (রঃ)

মাসায়েল
আই ফতোয়া